ইউনিট ৫

অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের হিসাব

ভূমিকা

প্রাচীনকালে মানুষ নিজের উদ্যোগে এককভাবে ব্যবসা করত। সময়ের বিবর্তনে সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও শিল্প-কারখানার উন্নতি শুরু হয়, ফলে একক ব্যক্তির দ্বারা অধিক পরিমাণে মূলধন সরবরাহ করা ও শ্রমের যোগান দেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এজন্য মূলধনের যোগান বৃদ্ধি এবং কর্মশক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে যৌথ উদ্যোগের প্রয়োজন দেখা দেয়। আর এ একাধিক পারস্পরিক উদ্যেগে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসার নামই হলো অংশীদারী ব্যবসা। মূলতঃ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে একাধিক ব্যক্তি একত্রিত হয়ে পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে সম্মিলিতভাবে যে ব্যবসা গঠন ও পরিচালনা করে তাকে অংশীদারী ব্যবসায় বলা হয়। ১৮৯০ সালে ব্রিটেনে স্বতন্ত্র অংশীদারী আইন সর্বপ্রথম পাশ হয়। এ উপমহাদেশে ১৯৩২ সালের ৮এপ্রিল ব্রিটেনের ঐ আইনের আলোকে The Partnership Act-1932 প্রবর্তিত হয়। পাকিস্তান আমলেও এ আইন প্রচলিত ছিল এবং বাংলাদেশেও ঐ আইনই চলে আসছে। তবে এর কিছু কিছু সংশোধন করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ

এ ইউনিটে আছে :

পাঠ-১ ঃ সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য/উপাদান

পাঠ-২ ঃ অংশীদারী ব্যবসার দলিল ও এর বিষয়বস্তু

পাঠ-৩ ঃ অংশীদারী ব্যবসার নিয়মাবলী

পাঠ-৪ ঃ অংশীদারদের মূলধন হিসাব

পাঠ-৫ ঃ স্থির ও পরিবর্তনশীল ভিত্তিতে অংশীদারদের মূলধন হিসাব প্রস্তুতকরণ

পাঠ-৬ ঃ চলতি ও উত্তোলন হিসাব, মূলধন ও উত্তোলনের উপর সুদ

পাঠ-৭ ঃ অংশীদার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ

পাঠ-৮ ঃ অংশীদারদের বেতন, কমিশন ও অন্যান্য পারিশ্রমিক

পাঠ-৯ ঃ লাভ-ক্ষতি বণ্টন হিসাব ও লাভ-ক্ষতি বণ্টনের নিয়ম

পাঠ-৫.১ সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য/উপাদান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ☞ অংশীদারী ব্যবসার সংজ্ঞা দিতে পারবেন
- ☞ অংশীদারী ব্যবসার বৈশিষ্ট্যাবলী বা উপাদানগুলির বর্ণনা দিতে পারবেন।

বিষয়বস্তু ঃ সংজ্ঞা

সাধারণভাবে বলতে গেলে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মিলিত হয়ে যে ব্যবসায় পরিচালনা করে তাকে অংশীদারী ব্যবসায় বলে। কিন্তু এতে অংশীদারী ব্যবসার মূল কথা ফুটে ওঠে না। অংশীদারী ব্যবসায়ে চুক্তি হলো মূল ভিত্তি। আর ব্যবসার মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য থাকতেই হয়। আবার বেআইনী কোন ব্যবসার চুক্তি কখনও অংশীদারী ব্যবসা হতে পারে না। তাই বলা যায় দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে চুক্তির ভিত্তিতে আইনসংগতভাবে যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গঠন করে তাকে অংশীদারী ব্যবসা বলা হয়। নিম্নে কতিপয় উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা উল্লেখ করা হল ঃ

১৯৩২ সালের অংশীদারী আইনের ৪ নং ধারাতে বলা হয়েছে, "সবার দ্বারা বা সবার পক্ষে যে কোন একজন দ্বারা পরিচালিত ব্যবসার মুনাফা নিজেদের মধ্যে বণ্টনের লক্ষ্যে একাধিক ব্যক্তির মধ্যে চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের সৃষ্টি হয় তাকে অংশীদারী ব্যবসা বলে। যারা এরূপ অংশীদারী সম্পর্ক সৃষ্টি করে তাদের প্রত্যেককে অংশীদার এবং সম্মিলিতভাবে তাদের ব্যবসাকে অংশীদারী ব্যবসা (ফার্ম) বলা হয়।" আমেরিকার The Uniform Partnership Act এর ৬(১) ধারায় বলা হয়েছে, "অংশীদারী ব্যবসা হলো দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মিলিত একটি সংস্থা যেখানে ব্যক্তিবর্গ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে সহ-মালিক হিসেবে ব্যবসা পরিচালনা করে।"

১৮৯০ সালের বৃটিশ অংশীদারী আইনের ১ ধারায় রয়েছে, "মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে যৌথভাবে পরিচালিত ব্যবসার কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ককে অংশীদারী বলে।"

Mr. Person এর মতে, "সাধারণ সুবিধা অর্জনের উদ্দেশ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি নিজস্ব পুঁজি, শ্রম বা দক্ষতা একত্রিত করে যে ব্যবসা গঠন করে তাকে অংশীদারী ব্যবসা বলা হয়।"

১৯৩২ সালের অংশীদারী আইনে (বাংলাদেশে প্রযোজ্য) বলা হয়েছে, অংশীদারী ব্যবসার সদস্য হবে সর্বনিম্ন ২ জন এবং সর্বোচ্চ ২০ জন। তবে ব্যাংকের ক্ষেত্রে হবে সর্বোচ্চ ১০ জন।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, কমপক্ষে ২ জন এবং সর্বোচ্চ ২০ জন (ব্যাংকের ক্ষেত্রে ১০ জন) ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে চুক্তির ভিত্তিতে নিজেদের মূলধন, শ্রম, দক্ষতা ইত্যাদি একত্রিত করে সম্মিলিতভাবে যে ব্যবসা গঠন ও পরিচালনা করে তাকে অংশীদারী ব্যবসা বলে।

উপাদান/বৈশিষ্ট্য ঃ

১৯৩২ সালের অংশীদারী আইন (বাংলাদেশে প্রযোজ্য) এর ৪ ধারায় উল্লিখিত সংজ্ঞা ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করলে অংশীদারী ব্যবসার কিছু মৌলিক উপাদান বা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যার বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

১. **চুক্তিগত সম্পর্ক (Contractual Relation) ঃ** ১৯৩২ সালের অংশীদারী আইনের ৫ ধারায় বলা হয়েছে, অংশীদারীর সম্পর্ক চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি হয়, জন্মগত বা সামাজিক অধিকার বলে নয়। বেশ কিছু লোক জড় হয়ে বা একসাথে কোন বেচা-কেনা করলে বা উৎপাদনে জড়িত হলেই তা অংশীদারী হবে না, তাদের মধ্যে চুক্তিগত সম্পর্ক থাকতে হবে। সুতরাং একাধিক ব্যক্তির মধ্যে ব্যবসায়ের চুক্তি সম্পাদন অংশীদারী ব্যবসার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য/উপাদান।

২. **একাধিক সদস্য (Plurality of Members) ঃ** অংশীদারী ব্যবসার সদস্য সংখ্যা নূন্যতম ২ জন এবং সর্বোচ্চ ২০ জন হতে হবে। তবে ব্যাংক ব্যবসার ক্ষেত্রে এ সংখ্যা ১০ জন হতে পারে।

৩. **আইন সম্মত ব্যবসা (Legal Business) ঃ** একাধিক ব্যক্তি এবং তাদের মধ্যে চুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক থাকলেই অংশীদারী ব্যবসা হতে পারে। তবে যে ব্যবসা করবে তা অবশ্যই আইনসম্মত হতে হবে। যেমন ঃ চোরাচালান, অবৈধ পণ্যের ব্যবসা ইত্যাদি অংশীদারী ব্যবসা নয়।

৪. **মুনাফা অর্জন ও বণ্টন (Profit Earning and Sharing) ঃ** ব্যবসার মূল উদ্দেশ্য থাকে মুনাফা অর্জন। অংশীদারী ব্যবসার ক্ষেত্রে মুনাফা অর্জন ও বণ্টন একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য বা উপাদান। একাধিক ব্যক্তি সখ করে যদি যাত্রা দল

তৈরী করে বা নাট্য ক্লাব গঠন করে তবে তাকে অংশীদারী ব্যবসায় বলা যাবে না। অর্থাৎ সৌখিন বা সমাজসেবামূলক কাজ কখনো অংশীদারী ব্যবসা বলে গণ্য হবে না।

৫. **পারস্পরিক প্রতিনিধিত্ব (Mutual Agency) ঃ** অংশীদারী ব্যবসার সংজ্ঞাতে দেখেছি, এটা হলো সবার দ্বারা বা সবার পক্ষে একজনের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসা। সুতরাং অংশীদারী ব্যবসা পারস্পরিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবসা। এক্ষেত্রে একজনের কাজে অন্য সবাই দায়বদ্ধ থাকে। এ ব্যবসায় সবাই সবার প্রতিনিধি ও মুখ্যব্যক্তি।

৬. **পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস (Mutual Confidence and Trust) ঃ** অংশীদারী ব্যবসা পারস্পরিক সদ্বিশ্বাস ও আস্থার ফলশ্রুতিতে গঠিত হয়। এ সম্পর্ক থাকা অপরিহার্য বলে অংশীদারী ব্যবসার চুক্তিকে "পরম সদ্বিশ্বাসে চুক্তি" বলে এবং এদের মধ্যেকার সম্পর্ককে æচূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের সম্পর্ক" বলে। এ উপাদানের ভিত্তিতেই মূলতঃ একজনের কাজের জন্য অন্যজন দায়বদ্ধ থাকে।

৭. **দায়-দায়িত্ব (Liabilities) ঃ** অংশীদারী ব্যবসার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এর সদস্যদের দায় অসীম। যেহেতু প্রত্যেক সদস্য একক ও যৌথভাবে একে অপরের নিকট দায়বদ্ধ থাকে তাই সাধারণভাবে একজনের কাজের ফলে কোন দায় সৃষ্টি হলে তা পরিশোধের জন্য সবাই দায়ী থাকে। তবে চুক্তিতে থাকলে দায় সসীমও করা যায় অন্যদিকে সাধারণভাবে ব্যবসায়ের কোন দেনার ক্ষেত্রে সম্পদের অপর্যাপ্ততা দেখা দিলে তা অংশীদারদের ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে পরিশোধ করতে হবে।

৮. **চুক্তিবদ্ধ হওয়ার যোগ্যতা (Capacity of Contracting) ঃ** অংশীদারী ব্যবসার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বা উপাদান হলো সবার চুক্তিবদ্ধ হওয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে। নাবালক, দেউলিয়া, পাগল প্রভৃতি কোন অংশীদারী ব্যবসার অংশীদার হতে পারবে না। কারণ তাদের চুক্তি করার কোন যোগ্যতা নেই । এভাবে কোন কোম্পানী বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও অংশীদার হতে পারে না।

সারসংক্ষেপঃ

কমপক্ষে দু'জন ও সর্বোচ্চ বিশজন (ব্যাংকের ক্ষেত্রে ১০ জন) ব্যক্তি চুক্তির ভিত্তিতে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যে ব্যবসা গঠন ও পরিচালনা করে তাকে অংশীদারী ব্যবসা বলে। এর আবশ্যিক উপাদান/বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে চুক্তিগত সম্পর্ক, একাধিক সদস্য, আইনসম্মত ব্যবসা, মুনাফা অর্জন ও বণ্টন, পারস্পরিক ও প্রতিনিধিত্ব, পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস, অসীম দায়িত্ব ও চুক্তিবদ্ধ হওয়ার যোগ্যতা। ১৯৩২ সালের অংশীদারী আইন দ্বারা এ ব্যবসা পরিচালিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.১

বহু নির্বাচনি প্রশ্নাবলি

১. অংশীদারী ব্যবসায়ের সর্বনিম্ন সদস্য কতজন হতে পারে?
ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫

২. অংশীদারী ব্যবসার মূল ভিত্তি কি?
ক. মূলধন খ. চুক্তি গ. সহজ গঠন ঘ. পরিচালনা

৩. কোনটি অংশীদারী ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য নয়?
ক. চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক খ. বৈধ ব্যবসা গ. নিবন্ধনের বাধ্যবাধকতা ঘ. একাধিক সদস্য।

৪. বাংলাদেশে প্রচলিত অংশীদারী আইন কত সালের?
ক. ১৯২০ খ. ১৮৯০ গ. ১৯৭১ ঘ. ১৯৩২।

৫. সাধারণ অংশীদারী ব্যবসায়ের সদস্য সর্বোচ্চ কয়জন?
ক. ১০ খ. ২০ গ. ৩০ ঘ. ৪০

৬. ব্যাংকিং -এর ক্ষেত্রে অংশিদারী ব্যবসার সর্বোচ্চ সদস্য কয়জন?
ক. ১০ খ. ২০ গ. ৩০ ঘ. ৪০

পাঠ-৫.২ অংশীদারী ব্যবসার দলিল ও এর বিষয়বস্তু

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ☞ অংশীদারী ব্যবসার দলিল কাকে বলে তা লিখতে পারবেন
- ☞ অংশীদারী ব্যবসার দলিলের বিষয়বস্তু উল্লেখ করতে পারবেন
- ☞ এ দলিলে অবর্তমান কোন বিষয়ের বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

অংশীদারী ব্যবসার দলিল

চুক্তি অংশীদারী ব্যবসার মূল ভিত্তি। এ চুক্তি মৌখিক, লিখিত, নিবন্ধিত বা অনিবন্ধিত হতে পারে। তবে মৌখিক চুক্তি না হওয়াই উত্তম। অংশীদারী ব্যবসার এ লিখিত চুক্তিনামাকে বলা হয় অংশীদারী ব্যবসার দলিল। হারম্যানসন ও অন্যান্যের মতে, "অংশীদারী ব্যবসার দলিল হলো সমস্ত অংশীদার কর্তৃক স্বীকৃত/গৃহীত নীতি ও শর্ত যা অংশীদারী ব্যবসার কার্য পরিচালনা ও অবসায়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।"

যদিও এ দলিলের নিবন্ধন শর্ত নয়, তথাপি এটা নিবন্ধিত হওয়া ভাল। কারন এর মাধ্যমে ব্যবসাটি অধিক আইনগত মর্যাদা লাভ করে।

পরিশেষে বলা যায়, দুই বা ততোধিক (সর্বোচ্চ ২০ জন, ব্যংকিং ব্যবসায় ১০ জন) ব্যক্তি মুনাফা অর্জন ও বণ্টনের লক্ষ্যে কোন ব্যবসা গঠন ও পরিচালনা বা অবসায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে লিখিত যে দলিলে স্বাক্ষর করে চুক্তিবদ্ধ হয়ে অংশীদারী ব্যবসা গঠন করে তাকে অংশীদারী ব্যবসার দলিল বা চুক্তিপত্র বলে।

অংশীদারী ব্যবসার দলিলের/চুক্তিপত্রের বিষয়বস্তু

অংশীদারী ব্যবসার ভিত্তি চুক্তি। আর এ দলিল হলো সেই চুক্তিনামা। এতে ব্যবসার কার্যাবলী, পরিচালনা, বিলোপ সাধন ইত্যাদি বিষয়ে সবিশেষ লিখিত থাকে। সুতরাং ভবিষ্যতে যাতে কোন সমস্যার সমাধান খুঁজতে হিমশিম খেতে না হয় এজন্য এ দলিলে ভবিষ্যতের সমস্ত দিক-নির্দেশনার উল্লেখ থাকে। এর আলোকেই সমস্ত সমস্যার সমাধান করা হয়ে থাকে। এ দলিলের বিষয়বস্তু নিম্নরূপ হওয়া উচিৎঃ

১. ব্যবসার নাম
২. ঠিকানা
৩. প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও আওতা
৪. বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কার্য এলাকা
৫. ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব/মেয়াদ
৬. অংশীদারদের নাম, ঠিকানা ও পেশা
৭. ব্যবসার মোট মূলধনের পরিমাণ
৮. অংশীদারদের প্রত্যেকের প্রদত্ত মূলধনের পরিমাণ
৯. নতুন মূলধন সংগ্রহের পদ্ধতি
১০. মূলধনের উপর সুদ দেয়া হবে কি না, হলে হার কত হবে
১১. ব্যবসা থেকে অংশীদাররা কোন অর্থ উত্তোলন করতে পারবে কিনা, পারলে কে কত ও কিভাবে উত্তোলন করবে
১২. উত্তোলিত অর্থের উপর সুদ ধার্য করা হবে কিনা, হলে তার হার কত হবে।
১৩. ব্যবসায়ের লাভ-লোকসান বণ্টন পদ্ধতি
১৪. ব্যবসার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
১৫. ব্যবসার হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি
১৬. ব্যবসার হিসাব নিরীক্ষা পদ্ধতি
১৭. ব্যবসার হিসাব বহি সংরক্ষণ ও পরিদর্শন সংক্রান্ত নিয়ম
১৮. ব্যবসার অর্থ যে ব্যাংকে জমা রাখা হবে তার নাম, ঠিকানা ও হিসাবের ধরন
১৯. ব্যাংক হিসাব পরিচালনাকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের নাম ও পদবী
২০. ব্যবসার দলিল পত্রে স্বাক্ষর প্রদানকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের নাম ও পদবী

২১. অংশীদারদের থেকে কোন ঋণ নেওয়া হলে তার উপর প্রদেয় সুদের হার
২২. অন্য উৎস থেকে ঋণ সংগ্রহ পদ্ধতি
২৩. অংশীদারদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিশদ বর্ণনা
২৪. কোন অংশীদারকে কোন বেতন বা পারিতোষিক দেওয়া হবে কিনা; হলে তার পরিমাণ বা হার
২৫. ব্যবসার হিসাব সন
২৬. ব্যবসার সুনাম মূল্যায়ন পদ্ধতি / বিধি-বিধান
২৭. নতুন অংশীদার গ্রহণ ও পুরাতন অংশীদার বহিষ্কার পদ্ধতি
২৮. অংশীদারদের অবসর গ্রহণ পদ্ধতি
২৯. কোন অংশীদারের মৃত্যু বা অবসর গ্রহণকালে ব্যবসার সম্পত্তি ও দায়ের মূল্যায়ন পদ্ধতি
৩০. কারো মৃত্যু বা অবসর গ্রহণকালে তার পাওনা পরিশোধ পদ্ধতি
৩১. ব্যবসার বিলোপ সাধন পদ্ধতি
৩২. বিলোপকালে ব্যবসার দায় ও সম্পত্তির মূল্যায়ন ও বণ্টন প্রণালী
৩৩. অংশীদারী দলিলের পরিবর্তন / সংশোধনের পদ্ধতি
৩৪. দলিলে উল্লেখ নেই এমন বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে তা নিষ্পত্তির পদ্ধতি।

এ দলিল সব সময় সংশোধনযোগ্য। এতে অনুল্লিখিত বিষয় অংশীদারী আইনের আলোকে বা সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে মিমাংসা করা যেতে পারে।

অংশীদারী ব্যবসার দলিলের অবর্তমানে প্রযোজ্য নীতিমালা ঃ অংশীদারী চুক্তি অলিখিত হতে পারে। যদিও চুক্তির মাধ্যমে অংশীদারী ব্যবসা গঠিত হয় কিন্তু যদি সে চুক্তি মৌখিক হয় বা কোন বিষয় সম্পর্কে দলিলে/চুক্তিপত্রে স্পষ্ট কিছু বলা না থাকে তখন ঐ বিষয় নিষ্পত্তির জন্য অংশীদারী আইনের বিধান প্রযোজ্য হবে। এটাই হলো "চুক্তিপত্রের অবর্তমানে প্রযোজ্য বিধান"। এ ধরনের কিছু বিধান নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. সব অংশীদারের মধ্যে লাভ-লোকসান সমহারে বণ্টিত হবে
২. মূলধন ও উত্তোলনের উপর কোন সুদ ধার্য করা হবে না
৩. ব্যবসা পরিচালনায় সবার অধিকার থাকবে; তবে এজন্য কেউ কোন বেতন বা কমিশন পাবে না
৪. অংশীদার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের পর ৬% হারে সুদ পাবে
৫. সবাই সমান মূলধন সরবরাহ করবে
৬. সবাই সমপরিমান অর্থ উত্তোলন করতে পারবে
৭. প্রত্যেকের হিসাবের খাতা-পত্র দেখা প্রতিলিপি গ্রহণ এবং দলিল-পত্রের কপি গ্রহণের অধিকার থাকবে
৮. ব্যবসার প্রধান অফিসে খাতাপত্র সংরক্ষিত থাকবে
৯. সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ছাড়া কোন অংশীদার গ্রহণ বা বহিষ্কার করা যাবে না
১০. ব্যবসা পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কোন মতানৈক্য দেখা দিলে তা সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যদের মতানুযায়ী মিমাংসা করতে হবে
১১. ব্যবসার স্বার্থে কোন অংশীদার ব্যক্তিগতভাবে যে পরিমাণ ব্যয় করবে বা ক্ষতিগ্রস্থ হবে ঠিক সে পরিমাণ অর্থ ব্যবসা থেকে তাকে দিতে হবে
১২. ব্যবসার সব দায়-দেনার জন্য সব সদস্য যৌথভাবে ও এককভাবে দায়বদ্ধ থাকবে
১৩. অংশীদারদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তক্রমে দায় দায়িত্ব বণ্টন ও পূনঃবণ্টন বা পরিবর্তন করতে হবে
১৪. কোন অংশীদারের আচরণ বা কার্যকলাপে ব্যবসার ক্ষতি হলে তা ঐ অংশীদারকে পূরণ করতে হবে। প্রয়োজনে অন্যেরা তার বিরুদ্ধে মামলা করে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে
১৫. দেউলিয়া অংশীদারের সম্পত্তি থেকে (যদি থাকে) পাওনা আদায় করতে হবে
১৬. সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য মামলা করা যাবে
১৭. সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ছাড়া ব্যবসার বিলোপ ঘটানো যাবে না।

সারসংক্ষেপ

অংশীদারগণ ব্যবসা পরিচালনা, অবসায়ন ইত্যাদি বিষয়ে লিখিত যে দলিলে স্বাক্ষর করে চুক্তিবদ্ধ হয়ে অংশীদারী ব্যবসা গঠন করে তাকে অংশীদারী ব্যবসার দলিল বলে। এতে ভবিষ্যতে ঘটতে পারে সম্ভাব্য এমন সব সমস্যার সমাধানমূলক দিক নির্দেশনার উল্লেখ থাকে। এ দলিল থাকলে সমস্যা সমাধান সহজ হয় কিন্তু যদি চুক্তি মৌখিক হয় বা এ দলিলে কোন বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু বলা না থাকে তাহলে ঐ সমস্যা সমাধানের জন্য অংশীদারী আইনের বিধান প্রযোজ্য হবে। এটাই হলো "চুক্তিপত্রের অবর্তমানে প্রযোজ্য বিধান"।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.২

বহু নির্বাচনি প্রশ্নাবলি

১. কোন উত্তরটি সঠিক?
   ক. অংশীদারী দলিল অলিখিত
   খ. এ দলিল সর্বসম্মত নয়
   গ. এ দলিলের চুক্তি নিবন্ধিত হতেও পারে নাও পারে
   ঘ. এ দলিল ভিত্তিহীন।

২. কোনটি অংশীদারী দলিলের বিষয়বস্তুর অন্তর্গত?
   ক. ব্যবসার উদ্দেশ্য
   খ. ব্যবসার হিসাব নিরীক্ষা পদ্ধতি
   গ. ব্যবসার বিলোপ সাধন পদ্ধতি
   ঘ. ব্যবসার গঠন কাঠামো

৩. চুক্তির অবর্তমানে অংশীদার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের উপর কত হারে সুদ ধরা হবে?
   ক. ৫%
   খ. ৭%
   গ. ৬%
   ঘ. ১০% ।

পাঠ-৫.৩ অংশীদারী ব্যবসার নিয়মাবলী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ☞ অংশীদারী ব্যবসার হিসাবরক্ষণের নিয়মাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।

অংশীদারী ব্যবসার হিসাবের নিয়মাবলী

বাংলাদেশে প্রচলিত ১৯৩২ সালের অংশীদারী আইনে অংশীদারী ব্যবসার হিসাবরক্ষণের জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থার উল্লেখ নেই। কোন ফরমও দেয়া নেই যার আলোকে হিসাব রাখতে বা প্রদর্শন করতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে, যে কোনভাবে হিসাব রাখতে হবে। হিসাববিজ্ঞানের মৌলিক রীতি-নীতি ও দেশে প্রচলিত আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে অংশীদারী ব্যবসার হিসাব প্রণয়ন করতে হয়। প্রথমে সব লেন-দেন বিভিন্ন সহকারী বই সংরক্ষণের মাধ্যমে চূড়ান্ত হিসাবের ক্ষেত্রে প্রস্তুত করতে হয় এবং পরে ব্যবসার আর্থিক ফলাফল ও অবস্থা নিরূপণের লক্ষ্যে আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রণয়ন করতে হয়। এ প্রক্রিয়া অনেকটা এক মালিকানা ব্যবসার হিসাব পদ্ধতির মত বলে মনে হয়। তবে এক্ষেত্রে শুধু কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনের আলোকে ব্যবস্থা নিতে হয়। যেমন - অংশীদারদের মধ্যে বেতন, কমিশন, মূলধনের সুদ, ঋণের সুদ, উত্তোলনের সুদ, অবশিষ্ট মুনাফা বণ্টন ইত্যাদি। আর এসব বণ্টন চুক্তিপত্র বা দলিলের আলোকে হয়ে থাকে। এক মালিকানা ব্যবসার হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। অংশীদারী ব্যবসায়ে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। একটি নির্দিষ্ট হিসাবসন শেষে ব্যবসার লাভ-ক্ষতি হিসাব তৈরীর পর উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুতের পূর্বে অংশীদারদের মধ্যে মুনাফা বা ক্ষতি বণ্টন হিসাব (Profit and Loss Appropriation Account) বলে।

এ লাভ-ক্ষতি বণ্টন হিসাবে অংশীদারী দলিল বা চুক্তিপত্র মোতাবেক অংশীদারদের মধ্যে বেতন, কমিশন, ঋণের সুদ, উত্তোলনের সুদ, অবশিষ্ট মুনাফা বণ্টন ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা হয়। এমনকি কোন অসমন্বিত দফা যদি লাভ-ক্ষতি হিসেবে সমন্বয় করা না হয়ে থাকে (বকেয়া ভাড়া, বেতন, অলিখিত পণ্য উত্তোলন ইত্যাদি) তবে তাও এ বণ্টন হিসাবে কোন কোন অংশীদারের চলতি হিসাব নামেও একটি হিসাব রাখা হয়। নিম্নে চিত্রে এর একটি স্বরূপ দেখানো হলো ঃ

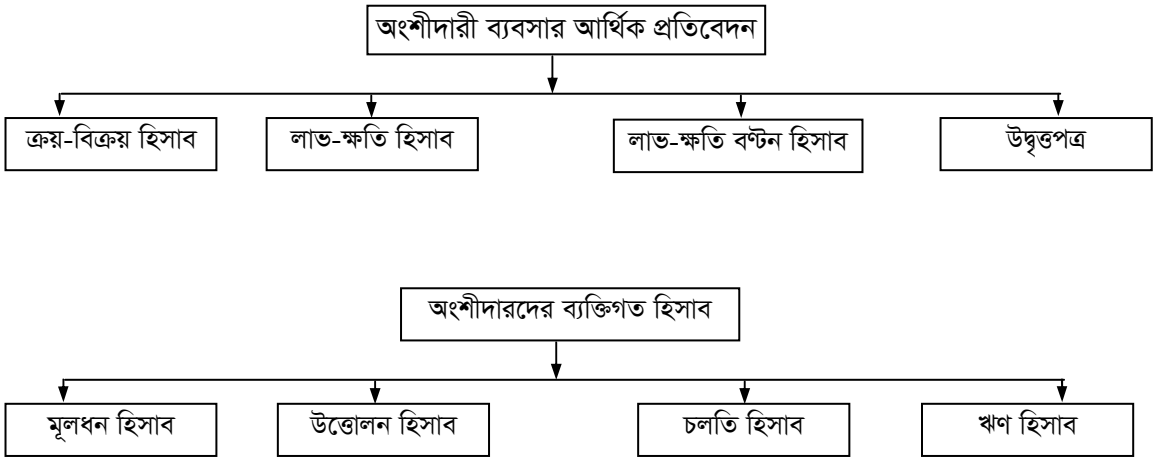

সারসংক্ষেপ

১৯৩২ সালের অংশীদারী আইনে অংশীদারী ব্যবসার হিসাবরক্ষণের তেমন কোন স্পষ্ট নিয়মের উল্লেখ নেই। দেশে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এর হিসাব রাখা হয় যা অনেকটা এক মালিকানা ব্যবসার হিসাবরক্ষণের মত। তবে লাভ-ক্ষতি হিসাব ও উদ্বৃত্তপত্র তৈরীর মাঝখানে লাভ-ক্ষতি বণ্টন হিসাব নামে একটি হিসাব রাখা হয়। লাভ-ক্ষতির অংশসহ ব্যবসার সাথে অংশীদারদের দেনাপাওনা মূলধন বা চলতি হিসাবে সমন্বয় করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৩

বহু নির্বাচনি প্রশ্নাবলি

১. সঠিক উত্তর কোন্‌টি?
   ক. অংশীদারী আইনে হিসাবরক্ষণের স্পষ্ট কোন নীতিমালা নেই
   খ. হিসাবের স্পষ্ট নীতিমালা আছে
   গ. নির্দিষ্ট ফরম আছে যার মত করে হিসাব রাখতে হয়
   ঘ. অংশীদারী ব্যবসা হু-বহু একমালিকানা ব্যবসার মত ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতিও হু-বহু এক।

২. কোন উত্তরটি সঠিক নয়?
   ক. অংশীদারী ব্যবসার জন্য লাভ-ক্ষতি হিসাব তৈরী করতে হয়
   খ. এ ব্যবসার জন্য একটি উদ্বৃত্তপত্র ও তৈরী করতে হয়
   গ. উপরোক্ত দু'টির মাঝখানে একটি বণ্টন হিসাবও রাখা হয়
   ঘ. লাভ-ক্ষতি হিসাবের সময়কার বা পরের কোন অসমন্বিত বিষয় এখানে সমন্বয়ের ব্যবস্থা নেই।

৩. অংশীদারদের মধ্যে চুক্তি মোতাবেক বণ্টিত হয়-
   i. মূলধনের সুদ
   ii. বকেয়া খরচ
   iii. ঋণের সুদ
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i ও ii খ. ii ও iii
   গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৫.৪ অংশীদারদের মূলধন হিসাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

☞ অংশীদারদের মূলধন হিসাব সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

মূলধনস্বরূপ আনীত অর্থ বা সম্পদ সংশ্লিষ্ট অংশীদারের মূলধন হিসাবে ক্রেডিট করা হয। কিন্তু ব্যবসার সাথে অংশীদারদের চলতি দেনা-পাওনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় কিভাবে, কোন হিসাবে সমন্বয় করা হবে তা নির্ভর করে অংশীদারদের মধ্যেকার চুক্তির উপর। সেখানে মূলধন হিসাব সংরক্ষণ সম্পর্কে যা বলা আছে সেভাবে হিসাব রাখতে হবে, তবে অংশীদাররা যদি মূলধনের পরিমাণ স্থিতিশীল রাখতে চায় তবে তাদের চলতি দেনা-পাওনা সংক্রান্ত বিষয়গুলো সমন্বয়ের জন্য æচলতি হিসাব'' নামে একটি হিসাব বিকল্পভাবে খুলতে হবে। এমতাবস্থায় অংশীদারদের মূলধন ও অতিরিক্ত মূলধন হিসাবভুক্ত করতে হবে। আর অংশীদাররা যদি মূলধন হিসাবকে স্থিতিশীল রাখতে একমত না হয় বা এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত না নিলে ব্যবসার সাথে অংশীদারদের হিসাবেই হিসাবভুক্ত করতে হবে। ফলশ্রুতিতে এসব লেনদেনের সাথে সাথে মূলধন হিসাবের উদ্বৃত্তও পরিবর্তিত হবে।

সুতরাং আমরা দেখতে পেলাম মূলধন হিসাব সাধারণতঃ দু'টি পদ্ধতিতে রাখা হয়। যথা ঃ পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতি এবং স্থিতিশীল বা স্থির মূলধন পদ্ধতি। উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে মূলধন হিসাবের একটি ছক নিম্নে দেওয়া হলো যাতে এক নজরে এ ব্যাপারে বুঝ আসে।

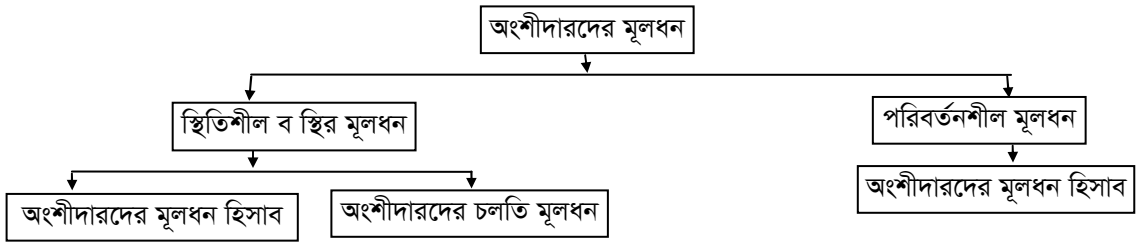

সারসংক্ষেপ

অংশীদাররা চুক্তি মোতাবেক ব্যবসায়ে খাটানোর জন্য যে অর্থ বা সম্পদ আনয়ন করে তাকে অংশীদারদের মূলধন বলে। ব্যবসা চালানোর সময় আরো দেনা-পাওনা সংঘটিত হয়ে থাকে। মূলধনসহ এ দেনা-পাওনা অংশীদারদের নামে যে হিসাবের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে অংশীদারদের মূলধন হিসাব বলে। এ ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, যথা ঃ পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতি এবং স্থিতিশীল মূলধন পদ্ধতি। প্রথম পদ্ধতিতে শুধু মূলধন হিসাব রাখলেই চলবে কিন্তু স্থিতিশীল মূলধন পদ্ধতিতে মূলধন হিসাবের সাথে একটি করে চলতি হিসাব রাখতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৪

বহু নির্বাচনি প্রশ্নাবলি

১. কোন উত্তরটি সঠিক?

ক. অংশীদাররা ব্যবসার জন্য যে অর্থ বিনিয়োগ করে তাকে বিনিয়োগ বলে

খ. অংশীদাররা ব্যবসায়ে যে সম্পদ দান করে তাকে মূলধন বলে

গ. অংশীদাররা যে অর্থও সম্পদ দান করে তাকে মূলধন বলে

ঘ. অংশীদাররা ব্যবসায়ে খাটানোর জন্য যে অর্থ বা সম্পত্তি আনয়ন করে তাকে অংশীদারদের মূলধন বলে।

২. মূলধন হিসাব রাখার পদ্ধতি কয়টি ?

ক. ২টি খ. ৪টি গ. ৫টি ঘ. ৬টি

পাঠ-৫.৫ স্থির ও পরিবর্তনশীল ভিত্তিতে অংশীদারদের মূলধন হিসাব প্রস্তুতকরণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ☞ স্থির মূলধন ভিত্তিতে অংশীদারদের মূলধন হিসাব প্রস্তুত করতে পারবেন
- ☞ পরিবর্তনশীল মূলধন ভিত্তিতে অংশীদারদের মূলধন হিসাব প্রস্তুত করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু ঃ

স্থির মূলধন ভিত্তিতে অংশীদারদের মূলধন হিসাব ঃ

আপনি জেনেছেন যে, অংশীদারী ব্যবসার মূল ভিত্তি চুক্তি এবং সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। যদি তারা মুলধনের পরিমাণ স্থিতিশীল বা স্থির রাখতে সম্মত হয় তাহলে তাদের নগদ অর্থ বা সম্পত্তি যা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে তাকে স্থায়ী বিনিয়োগ হিসেবে ধরে নিতে হয় এবং তার কোন পরিবর্তন করা হয় না। যেমন, কেউ নগদ অর্থ আনলো এবং কেউ জমি বা দালান মূলধন হিসাবে দিল বা উভয়ই কেউ মূলধন হিসাবে আনলো। তাহলে তাদের যা কিছু মূলধন হিসেবে এল তার সবই তাদের স্ব-স্ব হিসাবে স্থির মূলধন হিসেবে থাকবে। ব্যবসায়ে শুধু মূলধন নিয়ে হিসাব রাখা-রাখির কাজ চলে না। অন্যান্য অনেক বিষয় সেখানে উদ্ভূত হয়। যেমন- প্রাপ্য বেতন, মূলধনের সুদ, ঋণের সুদ, কমিশন, উত্তোলন, উত্তোলনের সুদ ইত্যাদি দেনা-পাওনার হিসাবও রাখতে হয়। এ পদ্ধতিতে এসবকে মূলধন হিসাবে স্থানান্তর না করে আলাদাভাবে অংশীদারদের নামে 'চলতি হিসাব' খুলে তাতে লিপিবদ্ধ করতে হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে, স্থির মূলধন পদ্ধতিতে প্রত্যেক অংশীদারের জন্য দু'টি হিসাব খোলা হয়, যথা ঃ ক. মূলধন হিসাব এবং খ. চলতি হিসাব।

ক. অংশীদারদের মূলধন হিসাব (Partners' Capital Account) ঃ ব্যবসার শুরুতে চুক্তি মোতাবেক যে পরিমাণ মূলধন অংশীদাররা বিনিয়োগ করতে সম্মত হয় তা যদি তারা সরবরাহ করে তাহলে তা তাদের নিজ নিজ মূলধন হিসাবে ক্রেডিট করা হয়। পরে এর কোন পরিবর্তন করা হয় না। অংশীদারী ব্যবসা যতদিন চলবে ততদিন এর মূলধন হিসাবের ব্যালেন্স একই থাকবে। নিম্নে ছকের মাধ্যমে তার নমুনা দেখানো হলো ঃ

অংশীদারদের মূলধন হিসাব (স্থির)

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জাবেদা পৃষ্ঠাংক	সালাম (টাকা)	কালাম (টাকা)		তারিখ	বিবরণ	জাবেদা পৃষ্ঠাংক	সালাম (টাকা)	কালাম (টাকা)
৩১/১২/০১	ব্যালান্স সি/ডি		***	***		০১/১/০১	নগদান হিসাব		***	***
									***	***
			***	***					***	***

স্থিতিশীল মূলধন পদ্ধতিতে রাখা অংশীদারদের মূলধন হিসাবের সর্বদা ক্রেডিট ব্যালান্স এবং একই অংকে থাকে।

খ. অংশীদারদের চলতি হিসাব (Partners' Current Account) ঃ স্থিতিশীল মূলধন পদ্ধতিতে অংশীদারদের মূলধন বাদে সব দেনা-পাওনা যে হিসাবে ডেবিট বা ক্রেডিট করা হয় তাকে চলতি হিসাব বলে। এ হিসাবে আসে মূলধনের সুদ, অংশীদারদের বেতন, লোকসানের অংশ, উত্তোলন, উত্তোলনের সুদ, ঋণের সুদ, মুনাফার অংশ ইত্যাদি (যা যা থাকে)। এ হিসাবে ডেবিট বা ক্রেডিট যে কোন ব্যালান্স হতে পারে। সাধারণত সব প্রাপ্য বা প্রাপ্ত অর্থ ক্রেডিট হয় এবং প্রদেয় বা প্রদত্ত অর্থ ডেবিট হয়। যেমন, (যদি থাকে) চলতি হিসাবের ক্রেডিট ব্যালান্স, অংশীদারদের বেতন, মূলধনের সুদ, ঋণের সুদ, মুনাফার অংশ ইত্যাদি ক্রেডিট হবে এবং চলতি হিসাবের ডেবিট ব্যালান্স, উত্তোলনের (নগদ বা পণ্য), উত্তোলনের সুদ, লোকসানের অংশ ইত্যাদি ডেবিট হবে। নিম্নে এর একটি নমুনা ছক দেয়া হলো ঃ

অংশীদারদের চলতি হিসাব (স্থির)

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জাঃ পৃঃ	সালাম (টাকা)	কালাম (টাকা)		তারিখ	বিবরণ	জাঃ পৃঃ	সালাম (টাকা)	কালাম (টাকা)
২০১৭	ব্যালান্স সি/ডি		-------	-------		২০১৭	ব্যালান্স বি/ডি		***	***
জানু. ০১	(ডে. ব্যালান্স)					জানু.০১	(ক্রে. ব্যালান্স)			
ডিসে.৩১	লাভ-ক্ষতি আবণ্টন হিঃ					ডিসে.৩১	লাভ-ক্ষতি আবণ্টন হিঃ			
"	উত্তোলন হিসাব		***	***		"	মূলধনের সুদ হিসাব		***	***
"	উত্তোলনের সুদ হিঃ		***	***		"	অংশীদারদের বেতন		***	***
	ক্ষতির অংশ		***	***			কমিশন		***	***
	ব্যালান্স সি/ডি		***	***			মুনাফার অংশ		***	***
"										
			***	***		২০১৮			***	***
						জানু.০১	ব্যালান্স বি/ডি		***	***

চলতি হিসাবের ব্যালান্স অংশীদারদের মূলধন হিসাবে স্থানান্তর না করে উদ্বৃত্তপত্রে ডেবিট ব্যালান্স সম্পত্তির দিকে এবং ক্রেডিট ব্যালান্স দায়ের দিকে দেখানো হয়।

পরিবর্তনশীল মূলধন ভিত্তিতে অংশীদারদের মূলধন হিসাব ঃ

স্থির বা স্থিতিশীল পদ্ধতিতে অংশীদারদের মূলধন ও অন্যান্য দেনা-পাওনার জন্য দু'টি পৃথক হিসাব খোলা হয় কিন্তু পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতিতে যেহেতু অংশীদারদের মূলধন স্থির বা একই দেখানোর কোন দরকার হয় না তাই এক্ষেত্রে মূলধন সহ সব দেনা-পাওনা একটি হিসাবে দেখানো হয়। সুতরাং যে পদ্ধতিতে অংশীদারদের আনীত মূলধন এবং অন্যান্য সমন্বয়গুলো অংশীদারদের মূলধন হিসাবেই লিপিবদ্ধ করা হয় তকে পরিবর্তনশীল মূলধন হিসাব পদ্ধতি বলে। এক্ষেত্রে মূলধনের সুদ, বেতন, উত্তোলন, উত্তোলনের সুদ, ঋণের সুদ, মুনাফা/লোকসানের অংশ ইত্যাদি মূলধন ইত্যাদি মূলধন হিসাবে ডেবিট-ক্রেডিট করে মূলধনের পরিবর্তন ঘটানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ সব লেনদেন অংশীদারদের স্ব-স্ব মূলধন হিসাবের মাধ্যমে সমন্বিত হয়।

আমরা বুঝতে পারছি. যখন মূলধনের ব্যালান্স নিয়ে কিছু অর্থ ডেবিট ও কিছু অর্থ ক্রেডিট করা হচ্ছে তখন স্বভাবতই মূলধন হিসাবে মূল মূলধনের পরিবর্তন সাধিত হবে। আর এ কারণেই একে পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতি বলা হয়ে থাকে। পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতিতে অংশীদারদের মূলধন হিসাব নামে মাত্র একটি হিসাব রাখা হয়। যাতে মূলধন বৃদ্ধি পায় বা সকল প্রাপ্য/প্রাপ্ত অর্থ মূলধন হিসাবে ক্রেডিট করা হয়। যেমন - মূলধনের সুদ, বেতন, ভাতা, কমিশন, মুনাফার অংশ ইত্যাদি। আর যাতে মূলধন হ্রাস পায় বা সকল প্রদেয়/প্রদত্ত অর্থ মূলধন হিসাবে ডেবিট করা হয়। যেমন- নগদ বা পণ্য উত্তোলন, উত্তোলনের সুদ, লোকসানের অংশ ইত্যাদি। সাধারণতঃ মূলধন হিসাবের ক্রেডিট ব্যালান্স হয়ে থাকে কিন্তু এ পদ্ধতিতে রক্ষিত মূলধন হিসাবের ডেবিট জেরও হতে পারে।

এ পদ্ধতিতে অংশীদারদের মূলধন হিসাব ছাড়াও একটি পৃথক উত্তোলন হিসাব সংরক্ষণ করা যায়। বছর শেষে এ হিসাবের জের মূলধন হিসাবের ডেবিট দিকে লিখতে হয়। এর উদ্দেশ্য হলো, অংশীদাররা কোনভাবে কত টাকা উত্তোলন করল তা নির্ধারণ করা। এর মাধ্যমে উত্তোলন নিয়ন্ত্রণ সহজ হয় ।

হিসাব কাল শেষে মূলধন হিসাবের জের থেকে অংশীদারদের সমাপনী মূলধন কত তা জানা যায়। নিম্নে এর একটি নমুনা ছক দেওয়া হলো ঃ

অংশীদারদের মূলধন হিসাব (পরিবর্তনশীল)

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জাঃ পৃঃ	জন	মুন		তারিখ	বিবরণ	জাঃ পৃঃ	জন	মুন
২০১৭	উত্তোলনের হিসাব		***	***		২০১৭	ব্যালান্স বি/ডি		***	***
ডিসে.৩১	(জের আনীত)					জানু.০১	লাভ-ক্ষতি আবণ্টন হিঃ			
"	লাভ-ক্ষতি বণ্টন হিঃ					ডিসে.৩১	নগদান হিসাব		***	***
"	উত্তোলনের সুদ		***	***		"	মূলধনের সুদ হিসাব		***	***
	লোকসানের অংশ		***	***		"	অংশীদারদের বেতন হিঃ		***	***
	ব্যালান্স সি/ডি		***	***		"	অংশীদারদের কমিশন হিঃ		***	***
"						২০১৮	মুনাফার অংশ		***	***
			***	***		জানু.০১			***	***
							ব্যালান্স বি/ডি		***	***

সারসংক্ষেপ

যে পদ্ধতিতে অংশীদারদের মূলধনের পরিমাণ প্রতিবছর স্থির থাকে তাকে স্থিতিশীল মূলধন পদ্ধতি বলে। এক্ষেত্রে দুটি হিসাব রাখা হয়। শুধু মূলধন নিয়ে মূলধন হিসাব এবং অন্যান্য দেনা-পাওনা সমন্বয়ে চলতি হিসাব তৈরী করা হয়। যে পদ্ধতিতে অংশীদারদের মূলধন ও অন্যান্য দেনা-পাওনা অংশীদারদের মূলধন হিসাবে লেখা হয় তাকে পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতি বলে। এক্ষেত্রে একটি হিসাব রাখা হয়। যথা ঃ মূলধন হিসাব। তবে অংশীদারদের উত্তোলন নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে অংশীদারদের উত্তোলন হিসাবও রাখা যায় এবং রাখা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৫

বহু নির্বাচনি প্রশ্নাবলি

১. স্থির মূলধন পদ্ধতিতে কোন উত্তরটি সঠিক নয়?

ক. এক্ষেত্রে দুটি হিসাব রাখা হয় খ. এক্ষেত্রে মূলধনের জের সব বছর একই থাকে

গ. এক্ষেত্রে একটি উত্তোলন হিসাব রাখা হয় ঘ. এক্ষেত্রে মূলধন ও চলতি নামে দুটি হিসাব রাখা হয়

২. কোন উত্তরটি পরিবর্তনশীল পদ্ধতিতে সঠিক?

ক. এখানে ২/৩টি হিসাব রাখা হয় খ. এখানে মূলতঃ একটি হিসাব রাখা হয়

গ. এ মূলধন হিসাবের সর্বদা ক্রেডিট জের হয়ে থাকে ঘ. এক্ষেত্রে একটি উত্তোলন হিসাব রাখতেই হবে।

পাঠ-৫.৬ অংশীদারদের চলতি ও উত্তোলন হিসাব; মূলধন ও উত্তোলনের উপর সুদ নির্ণয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ☞ অংশীদারদের চলতি হিসাবের বর্ণনা দিতে পারবেন
- ☞ অংশীদারদের উত্তোলন হিসাব সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন
- ☞ মূলধনের উপর সুদ সম্পর্কিত বিবরণ দিতে পারবেন ও সুদ নির্ণয় করতে পারবেন
- ☞ উত্তোলনের উপর সুদ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন ও সুদ নির্ণয় করতে পারবেন।

অংশীদারদের চলতি হিসাব

স্থিতিশীল/স্থির মূলধন পদ্ধতিতে যে হিসাবের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের যাবতীয় চলতি দেনা-পাওনা যেমন- মূলধনের সুদ, অংশীদারদের বেতন, উত্তোলন, উত্তোলনের সুদ, ঋণের সুদ ইত্যাদির হিসাব রাখা হয় তাকে অংশীদারদের চলতি হিসাব বলে।

চলতি হিসাবের ডেবিট দিকের দফাগুলো নিম্নরূপ হতে পারে ঃ

১. চলতি হিসাবের ডেবিট ব্যালান্স (যদি থাকে)
২. উত্তোলন-নগদ অর্থ বা পণ্য (মূল্য)
৩. উত্তোলনের উপর সুদ
৪. লোকসানের অংশ (যদি থাকে) ইত্যাদি।

চলতি হিসাবের ক্রেডিট দিকের দফাগুলো নিম্নরূপ হতে পারে ঃ

১. চলতি হিসাবের ক্রেডিট ব্যালান্স (যদি থাকে)
২. অংশীদারদের বেতন
৩. মূলধনের সুদ
৪. ঋণের (প্রাপ্ত) সুদ
৫. মুনাফার অংশ (যদি থাকে) ইত্যাদি

এর নমুনা ছক পূর্বে প্রদত্ত হয়েছে (১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

অর্থাৎ মূলধন বৃদ্ধিজনিত প্রাপ্তি ক্রেডিট দিকে লেখা হয় এবং মূলধন হ্রাসজনিত প্রদেয় ডেবিট দিকে লেখা হয়। অংশীদারদের চলতি হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট যে কোন উদ্বৃত্ত হতে পারে।

অংশীদারদের উত্তোলন হিসাব

ব্যবসার অংশীদাররা মুনাফার প্রত্যাশায় ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবসায় থেকে নগদ অর্থ বা পণ্য উত্তোলন করতে পারে। এ উত্তোলন কে, কখন, কিভাবে, কতটাকা উত্তোলন করবে তা চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকে। এ উত্তোলন মূলধনের ক্ষয় নয় বরং চলতি সময়ের প্রত্যাশিত মুনাফার বিপরীতে অগ্রীম গৃহীত অর্থ বা পণ্যই উত্তোলন। যে হিসাবের মাধ্যমে অংশীদারদের সারা বছরের উত্তোলনের হিসাব রাখা হয় তাকে উত্তোলন হিসাব বলে। উত্তোলন পণ্য বা অর্থ বা উভয়ই হতে পারে। এ উত্তোলন যথেচ্ছ নয় পূর্বের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেকই তা হয়ে থাকে। চুক্তিতে যদি উত্তোলনের উপর সুদ ধার্যের উল্লেখ থাকে তবে উত্তোলনের উপর সুদ ধার্য করতে হয়।

কোন অংশীদার যখন কোন অর্থ বা পণ্য উত্তোলন করে তখন তা ঐ তারিখে উত্তোলন হিসাবে ডেবিট করতে হয়। বছরান্তে উত্তোলন হিসাব জের টেনে বন্ধ করে তা মূলধন হিসাবের ডেবিট দিকে স্থানান্তরিত করতে হয়। যদি মূলধন হিসাব স্থির মূলধন পদ্ধতিতে রাখা হয় তখন এ উদ্বৃত্ত চলতি হিসাবে স্থানান্তরিত করতে হয়।

উত্তোলন হিসাবের জাবেদা নিম্নরূপ ঃ

১. নগদ উত্তোলনের ক্ষেত্রে ঃ

উত্তোলন হিসাব	ডেবিট	
টু নগদান বা ব্যাংক হিসাব		ক্রেডিট

২. পণ্য উত্তোলনের ক্ষেত্রেঃ

উত্তোলন হিসাব	ডেবিট	
টু ক্রয় হিসাব		ক্রেডিট

৩. এর উদ্বৃত্ত মূলধন বা চলতি হিসাবে স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে

অংশীদারদের মূলধন / চলতি হিসাব	ডেবিট	
টু উত্তোলন হিসাব		ক্রেডিট

৪. ভুলবশতঃ উত্তোলন হিসাবভুক্ত না হলে একে অবশ্যই লাভ-ক্ষতি আবণ্টন হিসাবে ক্রেডিট করে মূলধন হিসাবে ডেবিট করতে হয়। এর জাবেদা নিম্নরূপ ঃ

মূলধন হিসাব	ডেবিট	
টু লাভ-ক্ষতি আবণ্টন হিসাব		ক্রেডিট

চুক্তিতে উল্লেখ না থাকলে উত্তোলনের উপর কোন সুদ ধার্য করা হয় না ।

অংশীদারদের মূলধনের উপর সুদ

সাধারণভাবে অংশীদাররা তাদের মূলধনের উপর সুদ পায় না। তবে যদি চুক্তিপত্রে বা অংশীদারী দলিলে সুদ দেওয়ার কথা থেকে থাকে তবে নির্ধারিত হারে সুদ পাবে। ব্যবসার এটি ব্যয় এবং অংশীদারদের পাওনা। তবে যদি ব্যবসায় কোন লাভ অর্জিত না হয় তাহলে অংশীদাররা মূলধনের উপর সুদ পাবে না। একমাত্র মুনাফা অর্জিত হলেই নির্ধারিত হারে সুদ পাবে। অন্যদিকে মুনাফার অপর্যাপ্ততার ফলে যদি নির্ধারিত হারে সুদ দেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে এ অপর্যাপ্ত মুনাফাই পরিবর্তিত হারে তাদের পাওনা সুদের অনুপাতে বণ্টন করতে হবে। মূলধনের উপর সুদ ধার্যের কিছু যৌক্তিক কারণ রয়েছে। অংশীদাররা যদি ব্যবসায়ে মূলধন সরবরাহ না করত তাহলে অন্য কোন উৎস থেকে মূলধন সংগ্রহ করতে হত এবং তার উপর অবশ্যই নির্দিষ্ট হারে সুদ দিতে হত। এটাকে Cost of Capital বলে যা ব্যবসাকেই বহন করতে হত। তাই অংশীদারদের মূলধনের উপর সুদ প্রদান যৌক্তিক। এছাড়া যেহেতু অংশীদারের সত্ত্বা ব্যবসার সত্ত্বা থেকে ভিন্ন তাই অংশীদারদের ন্যূনতম আয় নিশ্চিত করার জন্যও মূলধনের উপর সুদ ধার্য করা যৌক্তিক। অংশীদারদের স্বার্থ রক্ষা ব্যবসার অন্যতম উদ্দেশ্য। এ স্বার্থের বিভিন্ন দিক বিবেচনা করলেও মূলধনের উপর সুদ দেওয়া যৌক্তিক। যেমন- অসমপরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করলে সুদ দিলে অধিক মূলধন সরবরাহকারীরা স্বার্থ রক্ষা করবে, কেউ মূলধন বিহীন অংশীদার হলে যদি সুদ দেয় হয় তাহলে মূলধন সরবরাহকারীর স্বার্থ রক্ষা হবে, উত্তোলন অসম পরিমাণ হলে মূলধনের উপর সুদ দিলে কম উত্তোলনকারীর স্বার্থ রক্ষা হবে ইত্যাদি।

মূলধনের সুদ নির্ণয়ের পদ্ধতি আমাদের জানা দরকার। আমরা পূর্বেই জেনেছি, স্থির মূলধন পদ্ধতিতে মূলধনের কোন পরিবর্তন হয় না কিন্তু পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতিতে মূলধন হিসাবের জের প্রায়শঃই পরিবর্তিত হয়। সুতরাং স্থির মূলধন পদ্ধতিতে মূলধনের পরিমাণ জানা সহজ এবং সুদ হিসাব করাও সহজ। আর পরিবর্তনশীল পদ্ধতিতে তাই সাধারণতঃ বছরের শুরুর ব্যালান্সের উপর সুদ ধার্য করা হয়। এছাড়া চলতি বছরে যদি কেউ কোন মূলধন আনয়ন করে তাহলে তার উপরও সুদ দেওয়া হয়। মূলধনের কোন অংশ কেউ তুলে নিলে আর সুদ হিসাব থেকে বাদ দেওয়া হয়।

আমরা আরো জেনেছি, কেবলমাত্র মুনাফা হলেই সুদ দেয়া হয়। তবে চুক্তিতে যদি মুনাফা না হলেও সুদ দেয়ার কথা থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রেও সুদ ধার্য করতে হবে। অপর্যাপ্ত মুনাফার ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হারে সুদ দিতে হবে। এ ব্যাপারে প্রখ্যাত হিসাববিদ William Pickles তার Accountancy বইতে বলেছেন, "Where there are not Sufficient profits to cover interest on Capital. The General opinion is that in the absence of any clean agreement to the contrary. The partners are entitled only to such interest as will just absorb the profits."

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, একটি অংশীদারী ব্যবসার অংশীদার সুমন ও শাম্‌স। এদের মূলধন যথাক্রমে ১,০০,০০০ টাকা এবং ৫০,০০০ টাকা। চুক্তিতে উল্লেখ আছে মূলধনের উপর ১০% হারে সুদ দিতে হবে। ২০০২ সালে ঐ ব্যবসায় নীট মুনাফা অর্জিত হয়েছে ১২,০০০ টাকা। ১০% হারে সুদ হয় (১,০০,০০০+৫০,০০০) × ১০% = ১৫,০০০ টাকা।

এমতাবস্থায় পরিবর্তিত হার হবে = $\frac{১২,০০০}{১,৫০,০০০} \times ১০০ = ৮\%$

সুতরাং সুমন সুদ হিসেবে পাবে ১,০০,০০০ × ৮% = ৮,০০০ টাকা এবং শাম্‌স পাবে ৫০,০০০×৮ = ৪,০০০টাকা।

সাধারণ অবস্থায় মূলধনের সুদকে নিম্নলিখিতভাবে হিসাবভুক্ত করতে হয় ঃ

১. স্থির মূলধন পদ্ধতির ক্ষেত্রে ঃ

লাভ-ক্ষতি আবণ্টন হিসাব	ডেবিট	
টু অংশীদারদের চলতি হিসাব		ক্রেডিট

২. পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতির ক্ষেত্রে ঃ

লাভ-ক্ষতি আবণ্টন হিসাব	ডেবিট	
টু অংশীদারদের মূলধন হিসাব		ক্রেডিট

৩. সুদ সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ঃ

মূলধনের সুদ হিসাব	ডেবিট	
টু অংশীদারদের মূলধন/চলতি হিসাব -		ক্রেডিট

৪. মূলধনের সুদ হিসাব বন্ধের ক্ষেত্রে ঃ

লাভ-ক্ষতি আবণ্টন হিসাব -	ডেবিট	
টু মূলধনের সুদ হিসাব -		ক্রেডিট

উত্তোলনের উপর সুদ (Interest on Drawings)

যেহেতু অংশীদারী ব্যবসা চুক্তি নির্ভর। তাই অংশীদারী দলিল বা চুক্তিপত্রে যদি উত্তোলনের উপর সুদ ধার্য করার কথা ও নির্দিষ্ট হারের উল্লেখ থাকে তাহলে অংশীদার কর্তৃক উত্তোলনের উপর সুদ ধার্য করতে হবে। অন্যথায় উত্তোলনের উপর সুদ ধার্য করা হয় না। উত্তোলনের উপর সুদ ধার্য করার কিছু যৌক্তিকতা আছে। যদি সবার মূলধন সমান হ'ত, সমহারে লাভ-ক্ষতি বণ্টিত হ'ত, উত্তোলনের পরিমাণ সমান হ'ত এবং সবাই একই দিনে উত্তোলন করত তাহলে উত্তোলনের উপর সুদ ধার্য করার প্রয়োজন হ'ত না। কিন্তু বাস্তবে মূলধনের পরিমাণ, লাভ-ক্ষতি বণ্টন অনুপাত, উত্তোলনের পরিমাণ এবং উত্তোলনের সময় সব সব ক্ষেত্রে একই হয় না। এমতাবস্থায় অংশীদারদের স্বার্থ রক্ষার্থে উত্তোলনের সুদ ধার্য করা যৌক্তিক। এতে বেশী উত্তোলনকারীর বিপরীতে কম উত্তোলনকারীর স্বার্থ রক্ষা হয়। অসম মূলধনের ক্ষেত্রে কম মূলধন আনয়নকারীর সমউত্তোলনের বিপরীতে বেশী মূলধন আনয়নকারীর স্বার্থ রক্ষা হয়। মূলধন, লাভ-ক্ষতি বণ্টন হার ও উত্তোলনের পরিমাণ সমান হলেও সময়ের তারতম্যের কারণে পূর্বে উত্তোলনকারীর বিপরীতে পরে উত্তোলনকারীর স্বার্থ রক্ষা পায়। সুতরাং বিভিন্ন কারণে উত্তোলনের উপর সুদ ধার্য করা যৌক্তিক বলে মনে হয়। উত্তোলনের উপর সুদ ধার্যের কয়েকটি পদ্ধতি আছে। নিম্নে সেগুলোর বর্ণনা দেয়া হলো ঃ

১. গড় সময়ের সুদ (Interest on Average Time) ঃ হিসাব বহিতে উত্তোলনের তারিখ দেয়া না থাকলে সে ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিতে উত্তোলনের সুদ ধার্য করা হয়। গড় সময় বলতে হিসাবকাল -কে ২ দ্বারা ভাগ করলে যে সময় হবে তাকে বুঝায়। অর্থাৎ হিসাবকাল ১২ মাসের হলে উত্তোলনের সুদ ধরতে হবে ১২ ÷২ = ৬ মাসের; আবার হিসাব যদি ষান্মাসিক হয় তাহলে সুদ ধরতে হবে ৬ ÷২ = ৩ মাসের। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন অংশীদার কখন উত্তোলন করেছেন তা লেখা নেই, তবে সে ২০,০০০ টাকা মোট উত্তোলন করেছেন তা লেখা নেই, তবে সে ২০,০০০ টাকা মোট উত্তোলন করেছেন। উত্তোলনের সুদ ১০%। হিসাবকাল ১ বছরের।

এমতাবস্থায় উত্তোলনের সুদ হবে = (২০,০০০×১০%)× $\frac{৬}{১২}$ = ২,০০০× $\frac{১}{২}$ =১,০০০ টাকা।

২. বিক্ষিপ্ত উত্তোলনের সুদ (Interest on Scattered Drawings) ঃ চুক্তির শর্ত মোতাবেক কোন অংশীদার বছরের বিভিন্ন সময়ে উত্তোলন করতে পারে। এজন্য নির্দিষ্ট সময় ধরে সুদ ধার্য করা যাবে না। এক্ষেত্রে গুণন পদ্ধতি বা Product Method ব্যবহার করে সুদ নির্ণয় করা হয়। গুণন পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

প্রথমে উত্তোলনের তারিখ থেকে হিসাবকালের শেষ দিন পর্যন্ত কতদিন বা মাস তা প্রতিটি উত্তোলনের ক্ষেত্রে বের করতে হবে। প্রতিটি সময়কাল দিয়ে উত্তোলনের পরিমাণকে গুণ করতে হবে প্রতিটি গুণফলের সমষ্টি বের করে তাকে বার্ষিক সময়কাল ৩৬৫ দিন বা ১২ মাস দিয়ে ভাগ করতে হবে, তাহলে (Daily বা Monthly) দৈনিক বা মাসিক হিসেবে গড় উত্তোলন নির্ণিত হবে। সবশেষে এ গড় উত্তোলনকে সুদের হার দিয়ে গুণ করে উত্তোলনের সুদ নির্ণয় করতে হবে। নিম্নে একটি উদাহরণ দেয়া হলো ঃ

একজন অংশীদার জনাব সরফরাজ ২০১৭ সালের বিভিন্ন সময়ে ব্যবসা থেকে নিম্নোক্ত উত্তোলন করেন ঃ

তারিখ	উত্তোলন (টাকা)
০১/০১/১৭	১,০০০
১০/০৪/১৭	২,০০০
১৫/০৭/১৭	১,০০০
৩১/১২/১৭	২,০০০

সুদের হার ১০%। উত্তোলনের উপর সুদ নির্ণয় করুন।

সমাধান ঃ

জনাব সরফরাজের উত্তোলনের সুদ হিসাব

তারিখ	পরিমাণ (টাকা)	সময়কাল (দিন)	গুণফল (টাকা)
০১.০১.১৭	১,০০০	৩৬৫	৩,৬৫,০০০
১০.০৪.১৭	২,০০০	২৬৫	৫,৩০,০০০
১৫.০৭.১৭	১,০০০	১৭০	১,৭০,০০০
৩১.১২.১৭	২,০০০	০০	০০
	৬,০০০		১০,৬৫,০০০

অতএব, বার্ষিক গড় উত্তোলন = ১০,৬৫,০০০ ÷ ৩৬৫ =২,৯১৭.৮০ টাকা

∴ উত্তোলনের সুদ = ২,৯১৭.৮০ × ১০% = ২৯১.৭৮ টাকা।

৩. নির্দিষ্ট সময় অন্তর উত্তোলনের সুদ (Interest on Drawings at a Certain Time Gap) ঃ চুক্তিতে এমনও থাকতে পারে যে, এক একজন অংশীদার একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ উত্তোলন করতে পারবে। সেক্ষেত্রে গুণন পদ্ধতির মত ভিন্ন একটি পদ্ধতিতে সুদ নির্ণয় করা যায়। নিম্নে একটি উদাহরণ দেয়া হলো ঃ

অনিক ও সাদ একটি ব্যবসার অংশীদার। ২০১৭ সালে অনিক প্রতিমাসের ১ম তারিখে এবং সাদ প্রতিমাসের শেষ তারিখে যথাক্রমে ৬০০ ও ৪০০ টাকা নগদ উত্তোলন করেন। উত্তোলনের সুদ ১০%। অংশীদারদের উত্তোলনের সুদ নির্ণয় করুন।

সমাধান ঃ

জনাব অনিক ও সাদের উত্তোলনের উপর সুদ হিসাব

অনিক (মাসের ১ম তারিখ)					সাদ (মাসের শেষ তারিখ)			
উত্তোলনের তারিখ	উত্তোলন (মাসিক)	অবশিষ্ট সময় (মাস)	গুণফল		উত্তোলনের তারিখ	উত্তোলন (মাসিক)	অবশিষ্ট সময় (মাস)	গুণফল
০১.০১.১৭	৬০০	১২	৭,২০০		৩১.০১.১৭	৪০০	১১	৪,৪০০
০১.০২.১৭	৬০০	১১	৬,৬০০		২৮.০২.১৭	৪০০	১০	৪,০০০
০১.০৩.১৭	৬০০	১০	৬,০০০		৩১.০৩.১৭	৪০০	৯	৩,৬০০
০১.০৪.১৭	৬০০	৯	৫,৪০০		৩০.০৪.১৭	৪০০	৮	৩,২০০
০১.০৫.১৭	৬০০	৮	৪,৮০০		৩১.০৫.১৭	৪০০	৭	২,৮০০
০১.০৬.১৭	৬০০	৭	৪,২০০		৩০.০৬.১৭	৪০০	৬	২,৪০০
০১.০৭.১৭	৬০০	৬	৩,৬০০		৩১.০৭.১৭	৪০০	৫	২,০০০
০১.০৮.১৭	৬০০	৫	৩,০০০		৩১.০৮.১৭	৪০০	৪	১,৬০০
০১.০৯.১৭	৬০০	৪	২,৪০০		৩০.০৯.১৭	৪০০	৩	১,২০০
০১.১০.১৭	৬০০	৩	১,৮০০		৩১.১০.১৭	৪০০	২	৮,০০
০১.১১.১৭	৬০০	২	১,২০০		৩০.১১.১৭	৪০০	১	৪০০
০১.১২.১৭	৬০০	১	৬০০		৩১.১২.১৭	৪০০	০	০
মোট	৭,২০০	৭৮	৪৬,৮০০			৪,৮০০	৬৬	২৬,৪০০

∴ উত্তোলনের সুদ = (গড় উত্তোলন ÷ ১২)× সুদের হার

$\therefore$ অনিকের সুদ = $\frac{৪৬,৮০০}{১২} \times ১০\% = ৩৯০$ টাকা এবং

সাদের সুদ = $\frac{২৬,৪০০}{১২} \times ১০\% = ২২০$ টাকা।

অন্য পদ্ধতি (শুধুমাত্র সম-কিস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) ঃ

ক. উত্তোলনের সুদ = (মাসিক × সুদের হার) × $\frac{\text{মোট মাস}}{১২}$

$\therefore$ অনিকের সুদ = $(৬০০ \times ১০\%) \times \frac{৭৮}{১২} = ৬০ \times ৬.৫ = ৩৯০$ টাকা

এবং সাদের সুদ = $(৪০০ \times ১০\%) \times \frac{৬৬}{১২} = ৪০ \times ৫.৫ = ২২০$ টাকা।

খ. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি (Short-Cut Method) ঃ এ পদ্ধতিতে অংশীদারদের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন কতমাসের সুদ দিতে হবে তা বিবেচনায় এনে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মাসের গড় নির্ণয় করতে হয়। এরপর মাসিক উত্তোলনের (সম-কিস্তি) উপর নির্দিষ্ট শতকরা হারে গড় সময়ের সুদ বের করতে হয়। পূর্বোক্ত উদাহরণের ক্ষেত্রে ঃ
অনিকের সর্বোচ্চ ১২ মাসের এবং সর্বনিম্ন ১ মাসের সুদ দিতে হচ্ছে।

$\therefore$ গড় সময় = $\frac{১২+১}{১২} = ৬.৫$

সাদের সর্বোচ্চ ১১ মাসের এবং সর্বনিম্ন ০ মাসের সুদ দিতে হচ্ছে।

$\therefore$ গড় সময় = $\frac{১১+০}{১২} = ৫.৫$ ।

সুতরাং অনিকের উত্তোলনের সুদ = $(৬০০ \times ১০\%) \times ৬.৫ = ৩৯০$ টাকা
এবং সাদের উত্তোলনের সুদ = $(৪০০ \times ১০\%) \times ৫.৫ = ২২০$ টাকা।

সারসংক্ষেপ

স্থির মূলধন পদ্ধতিতে চলতি দেনা-পাওনার হিসাব যে হিসাবের মাধ্যমে রাখা হয় তাকে চলতি হিসাব বলে। মূলধন বৃদ্ধিজনিত প্রাপ্তি চলতি হিসাবের ক্রেডিট দিকে এবং মূলধন হ্রাসজনিত প্রদেয় ডেবিট দিকে লেখা হয়। চলতি সময়ের প্রত্যাশিত মুনাফার বিপরীতে অগ্রীম অর্থ বা পণ্য গ্রহণকে বলে উত্তোলন। পণ্য বা অর্থ উত্তোলনের তারিখে উত্তোলন হিসাবে ডেবিট করা হয়। বছর শেষে এর ব্যালান্স মূলধন বা চলতি হিসাবের ডেবিট দিকে লিখতে হয়। মূলধনের উপর সুদ শুধুমাত্র চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকলেই দিতে হবে। তবে লাভ অর্জিত না হলে সুদ দিতে হবে না। আবার অপর্যাপ্ত মুনাফা অর্জিত হলে ঐ পরিমাণের সাথে সমন্বয় করে পরিবর্তিত হারে সুদ দিতে হবে। মূলধনের সুদ দেয়ার পেছনে বেশ কিছু যৌক্তিক কারণ রয়েছে। এর প্রধান হলো অংশীদারদের স্বার্থ রক্ষা। স্থির পদ্ধতিতে হিসাব রাখলে মোট মূলধনের উপর সুদ দিতে হয়। আর পরিবর্তনশীল পদ্ধতির ক্ষেত্রে বছরের শুরুর ব্যালান্সের উপর সুদ দিতে হয়। চুক্তিতে উল্লেখ থাকলেই শুধুমাত্র উত্তোলনের উপর সুদ ধার্য করতে হয়। উত্তোলনের উপর সুদ ধার্যেরও বেশ কিছু যৌক্তিক কারণ রয়েছে, যার মধ্যেও অন্যতম হলো অংশীদারদের স্বার্থ রক্ষা। উত্তোলনের উপর সুদ ধার্যের কয়েকটি পদ্ধতি আছে যেমন, গড় সময় ভিত্তিতে সুদ নির্ণয়, গুণন পদ্ধতি এবং বিকল্প গুণন পদ্ধতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৬

বহু নির্বাচনি প্রশ্নাবলি

১. স্থির পদ্ধতিতে অংশীদারদের চলতি দেনা-পাওনার হিসাব যে হিসাবের মাধ্যমে রাখা হয় তাকে কি বলে?

ক. চলতি হিসাব খ. মূলধন হিসাব

গ. দেনা হিসাব ঘ. পাওনা হিসাব

২. কোন উত্তরটি সঠিক নয়?

ক. চলতি হিসাবের যে কোন ব্যালান্স হতে পারে

খ. উত্তোলন মূলধনের ক্ষয় ছাড়া অন্য কিছু নয়

গ. মূলধনের সুদের হার সব সময় ঠিক নাও থাকতে পারে

ঘ. চুক্তিতে উল্লেখ থাকলেই শুধুমাত্র উত্তোলনের সুদ ধার্য করা যায়।

৩. কোন উত্তর সঠিক?

ক. মূলধনের সুদ ধার্য করা ঠিক নয়

খ. উত্তোলনের সুদ আদায়ের পেছনেও কোন কারণ নেই

গ. চলতি হিসাবের ডেবিট দিকে গত বছরের ডেবিট ব্যালান্স লিখতে হতে পারে

ঘ. উত্তোলন হিসাবের ক্রেডিট ব্যালান্স হয়ে থাকে।

৪. মালিক প্রতি ২ মাস পরপর ২০০০ টাকা করে উত্তোলন করলে বাৎসরিক উত্তোলন কত টাকা হবে?

ক. ৬০০০ টাকা খ. ৮০০০ টাকা

গ. ১০০০০ টাকা ঘ. ১২০০০ টাকা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন মিজান, কবির ও জুয়েল একটি অংশীদারী কারবারের সমান অংশীদার। চুক্তি মোতাবেক উত্তোলনের উপর ১০% হারে সুদ ধরতে হবে। প্রত্যেকের বাৎসরিক উত্তোলন ১০,০০০ টাকা।

৫. প্রত্যেক অংশীদারের উত্তোলনের সুদ কত হবে?

ক. ৩০০ টাকা খ. ৫০০ টাকা

গ. ৭০০ টাকা ঘ. ১০০০ টাকা

৬. উত্তোলনের সুদ পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতিতে দেখাতে হবে-

i. লাভ লোকসান বন্টন হিসাবে

ii. মূলধন হিসাবে ক্রেডিটে

iii. চলতি হিসাবে ডেবিটে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও iii খ. ii ও iii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৫.৭ অংশীদার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ☞ অংশীদার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন
- ☞ এ ঋণের সুদ দেয়ার নিয়ম উল্লেখ করতে পারবেন।

অংশীদার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ

যে কোন ব্যবসার ক্ষেত্রে আর্থিক সংকট একটি বড় সমস্যা। এ সমস্যা থেকে যাতে সহজে মুক্তি লাভ করা যায় তজ্জন্য পূর্বেই অংশীদারী দলিলে ঋণ গ্রহণ সম্পর্কে উল্লেখ থাকে। এক্ষেত্রে কোন স্বচ্ছল অংশীদার চুক্তি মোতাবেক তার মূলধনের অতিরিক্ত অর্থই হলো অংশীদার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ। ব্যবসার একটি খাতায় সংশ্লিষ্ট অংশীদারের নামে ঋণ দেয়ার সময় একটি ঋণ হিসাব খোলা হয়। ঋণ দিলে ঐ হিসাবের ক্রেডিট দিকে লিখে রাখতে হয়। ঋণ হিসাবের ব্যালান্স বছর শেষে উদ্বৃত্তপত্রের দায়ের দিকে লেখা হয়। ঋণ হিসাবের জের কোন অবস্থাতেই মূলধন বা চলতি হিসাবে স্থানান্তর করা যাবে না। কারণ অংশীদারদের ঋণ একটি অগ্রাধিকার ভিত্তিক পরিশোধ যোগ্য দায়।

অংশীদার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের সুদ

অংশীদার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের সাথে এর সুদ ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। মূলধন সম্পর্কে এর সুদ দেয়ার বিধান না থাকলে ও ১৯৩২ সালের অংশীদারী আইনে ঋণের সুদ দেয়া বাধ্যতামূলক করেছে। চুক্তিপত্রে ঋণের সুদের হার উল্লেখ থাকলে ঐ হারে সুদ দিতে হবে। আর সুদের হারের উল্লেখ না থাকলে ৬% হারে ঋণের সুদ দিতে হবে।

অংশীদারের ঋণের সুদ ব্যবসার জন্য একটি খরচ। এ সুদ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিশোধ করতে হবে। তাই এ সুদ মূলধন বা চলতি হিসাবে কেডিট করা ঠিক হবে না। ইহা লাভ-ক্ষতি হিসাবে ডেবিট করাই যৌক্তিক। কোন কারণে লাভ-ক্ষতি হিসাবে ডেবিট করা না হলে এটি অবশ্যই লাভ-ক্ষতি আবণ্টন হিসাবে ডেবিট করতে হবে। অন্যদিকে ঋণের সুদ অংশীদারের জন্য আয় বিশেষ, তাই একে সংশ্লিষ্ট অংশীদারের ঋণ হিসাবে ক্রেডিট করতে হবে।

অংশীদারের ঋণ এবং ঋণের সুদ কিভাবে হিসাবভুক্ত করা হবে তার জাবেদা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১. যখন অংশীদাররা নগদে ঋণ প্রদান করে ঃ

নগদান হিসাব	ডেবিট	
টু সংশ্লিষ্ট অংশীদারের ঋণ হিসাব		ক্রেডিট

২.ঋণের সুদ অংশীদারকে দেয়া হলো ঃ

ঋণের সুদ হিসাব	ডেবিট	
টু সংশ্লিষ্ট অংশীদারের ঋণ হিসাব		ক্রেডিট

৩. হিসাবসন শেষে ঋণের সুদ হিসাব বন্ধ করতে হলে ঃ

লাভ-ক্ষতি বা লাভ-ক্ষতি আবণ্টন হিসাব	ডেবিট	
টু ঋণের সুদ হিসাব		ক্রেডিট

ঋণ হিসাবেরও একটি নমুনা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

অংশীদারের (নাম) ঋণ হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	জাঃপৃঃ	টাকা		তারিখ	বিবরণ	জাঃপৃঃ	টাকা
২০১৭	নগদান হিসাব		***		২০১৭	নগদান হিসাব		***
জুলাই ০১	(ঋণ পরিশোধ হল)		***		ফেব্রু. ০১	(ঋণ ব্যবসায়ে এল)		***
ডিসে. ৩১	ব্যালান্স সি/ডি		***		ডিসে. ৩১	ঋণের সুদ হিসাব		***

সারসংক্ষেপ

মূলধন ব্যতিত কোন অংশীদার চুক্তি মোতাবেক যে অর্থ ঋণ হিসেবে ব্যবসায়ে নিয়োজিত করে তাকে ঐ অংশীদারের ঋণ বলে। এ ঋণের জন্য ঋণ হিসাব খোলা হয়। এ হিসাবের জের উদ্বৃত্তপত্রের দায়ের দিকে লেখা হয়। ঋণের সুদ আইনগত ভাবেই অংশীদারের প্রাপ্য। চুক্তিপত্রে হারের উল্লেখ না থাকলে ও ৬% হারে সুদ দিতে হবে। ঋণের সুদ মূলধন বা চলতি হিসাবে ক্রেডিট করা যাবে না। একে লাভ-ক্ষতি হিসাবে ডেবিট করতে হবে বা লাভ-ক্ষতি আবণ্টন হিসাবে ডেবিট করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৭

বহু নির্বাচনী প্রশ্নাবলি

১. কোন উত্তরটি সঠিক?

ক. ঋণ গ্রহণ করা হয় লাভের জন্য
খ. ঋণ মূলধনের অংশ
গ. ঋণ ব্যবসায়ের একটি অগ্রাধিকার ভিত্তিক দায়
ঘ. ঋণ চলতি হিসাবের অংশ।

২. নিম্নের কোন উত্তরটি সঠিক নয়?

ক. মূলধনের সুদ দেয়া বাধ্যতামূলক নয়
খ. ঋণের সুদ দেয়াও বাধ্যতামূলক নয়
গ. চুক্তির অবর্তমানে ৬% ঋণের সুদ দিতে হয়
ঘ. ঋণের সুদ মূলধন/চলতি হিসাব ক্রেডিট করা ঠিক নয়।

৩. ঋণের সুদ অংশীদারের-

ক. ব্যয়
খ. আয়
গ. দায়
ঘ. সম্পত্তি

পাঠ-৫.৮ অংশীদারদের বেতন, কমিশন ও অন্যান্য পারিশ্রামিক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ☞ অংশীদারদের বেতন সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া সহ এর হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি লিখতে পারবেন
- ☞ অংশীদারের কমিশন সংক্রান্ত হিসাব পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন
- ☞ অংশীদারের অন্যান্য পারিশ্রামিক সম্পর্কে আলোচনাপূর্বক এ সবের হিসাব পদ্ধতি লিখতে পারবেন।

অংশীদারদের বেতন

অংশীদারী ব্যবসা সবার দ্বারা বা সবার পক্ষ থেকে একজন দ্বারা পরিচালিত হতে পারে। অংশীদারী ব্যবসার সংজ্ঞাতেই এর উল্লেখ আছে- আপনি ইতোমধ্যে পড়েছেন। সুতরাং এখানে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় দু'ধরনের অংশীদার থাকতে পারে। আর সঙ্গত কারণেই সক্রিয় অংশীদার বেতনের আশা করতে পারে। তবে বেতন প্রদানের ব্যাপারে দলিলে/চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকতে হবে, অন্যথায় ব্যবসা পরিচালনায় অংশগ্রহণকারী অংশীদার বেতন দাবী করতে পারবে না। নির্বাহী অংশীদারদের ক্ষেত্রেও একই বিধান। এক্ষেত্রে চুক্তিতে বেতনের বিধানও সুস্পষ্ট অংকের উল্লেখ থাকতে হবে। আর প্রকৃত মুনাফা নির্ধারণের জন্য বেতনের বিধান থাকাটাই সঙ্গত এবং থেকে থাকে। অংশীদারদের বেতন নগদে মাসে-মাসে নিতে পারে বা নাও নিতে পারে। বছর শেষেও নিতে পারে।

অংশীদারদের বেতন ব্যবসার একটি ব্যয় এবং অংশীদারদের পাওনা। এজন্য অংশীদারদের বেতন ব্যবসার লাভ-ক্ষতি আবণ্টন হিসাবে ডেবিট করা হয় এবং মূলধন/চলতি একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

হিসাবে ক্রেডিট করতে হয়। এ সংক্রান্ত জাবেদা নিম্নরূপ ঃ

ক. অংশীদারদেরকে বেতন নগদে দেয়া হলে ঃ

অংশীদারদের বেতন হিসাব	ডেবিট	
নগদান হিসাব		ক্রেডিট

খ. অংশীদারদের বেতন হিসাবকাল শেষে দেয়া হলে ঃ

অংশীদারদের বেতন হিসাব	ডেবিট	
সংশ্লিষ্ট অংশীদারের মূলধন / চলতি হিসাব		ক্রেডিট

গ. হিসাবকাল শেষে বেতন হিসাব বন্ধ করতে হলে ঃ

লাভ-ক্ষতি আবণ্টন হিসাব	ডেবিট	
অংশীদারদের বেতন হিসাব		ক্রেডিট

অংশীদারদের কমিশন ঃ

আপনি পূর্বেই জেনেছেন, সক্রিয় অংশীদার তার কাজের বিনিময়ে অর্থ সম্মানী দাবী করতে পারেন যদি চুক্তিপত্রে থেকে থাকে যে, অর্থ দিতে হবে। এ অর্থ বা সম্মানী বেতন হিসেবে দেয়া যায় বা নীট লাভের উপর কমিশন আকারে দেয়া যায়। তবে চুক্তিপত্রে কমিশনের হার সহ প্রদানের ভিত্তির উল্লেখ থাকতে হবে। ভিত্তি বলতে নীট লাভ, মোট লাভ, মোট বিক্রি ইত্যাদিকে বুঝায়। চুক্তিপত্রে উল্লেখ না থাকলে কমিশন পাবে না, এমনকি নির্বাহী অংশীদারও কমিশন পাবে না। এক্ষেত্রে সাধারণতঃ দুটি ভিত্তির উল্লেখ দেখা যায়, কমিশন বাদ দেয়ার পর অবশিষ্ট মুনাফার উপর নির্দিষ্ট হারে এবং কমিশন বাদ দেয়ার পূর্বের নীট মুনাফার উপর নির্দিষ্ট হারে।

ধরুন, সাঈদ একটি ফার্মের অংশীদার। চুক্তি অনুযায়ী তার কমিশন নীট লাভের উপর ১০%। ২০১৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বরে সাঈদের কমিশন চার্জ করার পূর্বে ব্যবসার লাভ দাড়ালো ১,০০,০০০ টাকা। এখন প্রথম ক্ষেত্রে সাঈদের কমিশন হবে

$$= \text{কমিশন চার্জ করার পূর্বের নীট লাভ} \times \frac{\text{কমিশনের হার}}{১০০ + \text{কমিশন হার}}$$

$$= ১,০০,০০০ \times \frac{১০}{১০০+১০} = ১,০০,০০০ \times \frac{১০}{১১০} = ৯,০৯০.৯১ \text{ টাকা}$$

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কমিশন হবে = কমিশন চার্জ করার পূর্বের নীট লাভ× কমিশনের হার=১,০০,০০০×১০%= ১০,০০০টাকা।

এ কমিশন ব্যবসার একটি ব্যয় ও সংশ্লিষ্ট অংশীদারের প্রাপ্য। এজন্য এ কমিশন ব্যবসার লাভ-ক্ষতি আবণ্টন হিসাবে ডেবিট করা হয় এবং অংশীদারের মূলধন বা চলতি হিসাবে ক্রেডিট করা হয়। এ সংক্রান্ত জাবেদা নিম্নরূপ ঃ

ক. অংশীদারদের কমিশন দেয়া হলে ঃ

অংশীদারদের কমিশন হিসাব	ডেবিট	
সংশ্লিষ্ট অংশীদারের মূলধন/চলতি হিসাব		ক্রেডিট

খ. হিসাবকাল শেষে কমিশন হিসাব বন্ধের জন্য

লাভ-ক্ষতি আবণ্টন হিসাব	ডেবিট	
অংশীদারদের কমিশন হিসাব		ক্রেডিট

অন্যান্য পারিশ্রমিক এভাবে ব্যবসার ব্যয় হিসেবে দেখিয়ে অংশীদারের মূলধন/চলতি হিসাব দিতে হবে।

সারসংক্ষেপ

চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকলেই শুধু ব্যবসার সংক্রিয়/নির্বাহী অংশীদার বেতন, কমিশন বা অন্যান্য পারিশ্রামিক পেতে পারেন, অন্যথায় নয়। এসব ব্যবসার ব্যয় হিসেবে লাভ-ক্ষতি আবণ্টন হিসাবে ডেবিট করে সংশ্লিষ্ট অংশীদারের মূলধন/চলতি হিসাবে ক্রেডিট করতে হয়। কমিশন কিভাবে চার্জ করতে হবে তা চুক্তির ভিত্তিতে নির্ণয় করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৮

বহু নির্বাচনি প্রশ্নাবলি

১. কোন উত্তর সঠিক?
- ক. ফার্মে শুধু নিষ্ক্রিয় অংশীদার থাকে
- খ. ফার্মে শুধু সক্রিয় অংশীদার থাকে
- গ. সব অংশীদার বেতন পাবে
- ঘ. বেতন ব্যবসায় ব্যয়।

২. অংশীদারী ব্যবসায় একজন অংশীদার কখন কমিশন পায়?
- ক. সক্রিয় অংশীদার কাজ করলেই
- খ. চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকলে
- গ. নীট লাভ হলেই
- ঘ. ভিত্তি ঠিক থাকলে।

৩. বেতন, কমিশন ও প্রাপ্তির হিসাবের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?
- ক. লাভ-ক্ষতি বণ্টন হিসাবে প্রাপ্তিগুলো ডেবিট করে সংশ্লিষ্ট অংশীদারের মূলধন/চলতি হিসাবে ক্রেডিট করতে হবে
- খ. পাওনা হিসাব ডেবিট করে নগদান হিসাব ক্রেডিট করতে হবে
- গ. লাভ-ক্ষতি বণ্টন হিসাব ডেবিট করে প্রাপ্তি হিসাব ক্রেডিট করতে হবে
- ঘ. প্রাপ্তি হিসাব ডেবিট করে মূলধন হিসাব ক্রেডিট করতে হবে।

৪. বেতন ডেবিট করার পর অংশীদারি কারবারের মুনাফা দেয়া থাকলে পরিবর্তনশীল পদ্ধতিতে উক্ত বেতন দেখাতে হবে–

i. লাভ-লোকসান বণ্টন হিসাবের ডেবিটে

ii. মূলধন হিসাবের ক্রেডিটে

iii. চলতি হিসাবের ক্রেডিটে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i ও iii

পাঠ-৫.৯ লাভ-ক্ষতি বণ্টন হিসাব ও লাভ-ক্ষতি বণ্টনের নিয়ম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ☞ লাভ-ক্ষতি বণ্টন হিসাবের বর্ণনা দিতে পারবেন
- ☞ লাভ-ক্ষতি কিভাবে বণ্টন করতে হয় তা লিখতে পারবেন।

লাভ-ক্ষতি বণ্টন/আবণ্টন হিসাব ও হিসাবরক্ষণ নীতি

অংশীদাররা ব্যবসা থেকে বেতন, কমিশন, মূলধনের সুদ, ঋণের সুদ ইত্যাদি পেতে পারে। আবার ব্যবসাও অংশীদারের কাছে অর্থ পেতে পারে, যেমন ঃ উত্তোলনের সুদ। অন্যদিকে লাভ/লোকসান ও অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন করতে হয়। চুক্তিপত্রে এসবের বণ্টন নীতি উল্লেখ থাকে। বছর শেষে এসব দেনা-পাওনা মিটিয়ে ফেলতে হয় এবং প্রকৃত লাভ বের করে তা বণ্টন করতে হয়। সুতরাং অংশীদারী ব্যবসার সাথে অংশীদারদের দেনা-পাওনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয় সাধন এবং লাভ/ক্ষতি বণ্টনের লক্ষ্যে যে বিবরণী তৈরী করা হয় তাকে লাভ-ক্ষতি বণ্টন হিসাব বলে।

হিসাব নীতি ঃ লাভ-ক্ষতি হিসাবের জের দিয়ে এ হিসাব শুরু হয়। লাভ-ক্ষতি হিসাবে যদি নীট লাভ হয় তাহলে তা লাভ-ক্ষতি বণ্টন হিসাবের ক্রেডিট দিকে লিখতে হবে এবং যদি লোকসান হয় তাহলে তা এ হিসাবের ডেবিট দিকে লিখতে হবে। অংশীদাররা যে সব ক্ষেত্রে ব্যবসা থেকে অর্থ পাবে (যেমন ঃ বেতন, কমিশন, মূলধনের সুদ, ঋণের সুদ ইত্যাদি) সে সব লাভ-ক্ষতি বণ্টন হিসাবে ডেবিট করতে হবে। অন্যদিকে, অংশীদারদের কাছে ব্যবসা অর্থ পেলে (যেমন ঃ উত্তোলনের সুদ) তা এ হিসাবে ক্রেডিট করতে হবে। এসব বিষয় ছাড়া এমন কিছু লেনদেন থাকতে পারে যা ক্রয়-বিক্রয় বা লাভ-ক্ষতি হিসাবে ভুলক্রমে দেখানো হয়নি এমন সব লেনদেনও লাভ-ক্ষতি বণ্টন হিসাবে সমন্বয় করা যায়। যেমন ঃ অংশীদারদের পণ্য উত্তোলন,অনাদায়ী পাওনা, বকেয়া বা অগ্রিম আয়-ব্যয় ইত্যাদি।

এসব দেনা-পাওনা হিসাবভুক্তকরণ ও সমন্বয় সাধনের পর উক্ত হিসাবের ব্যালান্সিং/জের টানতে হবে। যদি তখন ক্রেডিট জের হয় তাহলে তা বণ্টনযোগ্য ক্ষতি নির্দেশ করে। এ বণ্টনযোগ্য মুনাফা বা লোকসান চুক্তিপত্রে উল্লিখিত হারে অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। এভাবে এ হিসাব বন্ধ হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, চুক্তিপত্রে যদি লাভ-ক্ষতি বণ্টন হারের উল্লেখ না থাকে তাহলে সমান হারে তা বণ্টিত হবে।

আমরা প্রথমে উপরোক্ত দেনা-পাওনা সমন্বয়ের জাবেদা দাখিলা দেখাব এবং পরে লাভ-ক্ষতি বণ্টন হিসাবের একটি নমুনা ছক উল্লেখ করব।

জাবেদা দাখিলা ঃ

১. মূলধনের সুদ, বেতন, কমিশন ইত্যাদি দেয়া হলে ঃ

মূলধনের সুদ হিসাব	ডেবিট	
অংশীদারদের বেতন হিসাব	ডেবিট	
অংশীদারদের কমিশন হিসাব	ডেবিট	
সংশ্লিষ্ট অংশীদারের মূলধন/চলতি হিসাব		ক্রেডিট

২. উপরোক্ত হিসাবগুলো বন্ধ করতে হলে ঃ

লাভ-ক্ষতি বণ্টন হিসাব	ডেবিট	
মূলধনের সুদ হিসাব		ক্রেডিট
অংশীদারদের বেতন হিসাব.....		ক্রেডিট
অংশীদারদের কমিশন হিসাব		ক্রেডিট

৩. উত্তোলনের সুদ চার্জ করা হলে ঃ

সংশ্লিষ্ট অংশীদারের মূলধন/চলতি হিসাব	ডেবিট	
উত্তোলনের সুদ হিসাব		ক্রেডিট

৪. উত্তোলনের সুদ হিসাব বন্ধ করতে হলে ঃ

উত্তোলনের সুদ হিসাব	ডেবিট	
লাভ-ক্ষতি বণ্টন হিসাব		ক্রেডিট

উল্লেখ্য, মূলধন স্থির হলে দেনা-পাওনা অংশীদারদের চলতি হিসাবে এবং পরিবর্তনশীল হলে এগুলো তাদের মূলধন হিসাবে সমন্বয় করতে হয়।

নমূনা ছক ঃ

অংশীদার ঃ জনাব সালাম ও কালাম
লাভ-ক্ষতি বণ্টন হিসাব
..... তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	টাকা		বিবরণ	টাকা
লাভ-ক্ষতি হিসাব (যদি নীট ক্ষতি হয়)	***		লাভ-ক্ষতি হিসাব (নীট লাভ হলে)	***
মূলধনের সুদ হিসাব ঃ			উত্তোলনের সুদ হিসাব ঃ	
জনাব সালাম - ***			জনাব সালাম - ***	
জনাব কালাম - ***	***		জনাব কালাম - ***	
অংশীদারদের বেতন/কমিশন হিসাব			উত্তোলন হিসাব (পণ্য) ঃ	***
জনাব সালাম - ***			জনাব সালাম - ***	
জনাব কালাম - ***	***		জনাব কালাম - ***	***
ঋণের সুদ হিসাব	***		অংশীদারদের মূলধন/চলতি হিসাব	
অংশীদারদের মূলধন/চলতি হিসাব (লাভের অংশ) ঃ			(ক্ষতির অংশ) ঃ	
			জনাব সালাম - ***	
জনাব সালাম- ***			জনাব কালাম - ***	***
জনাব কালাম - ***	***			***
	***			

সৃজনশীল উদাহরণ-১।

হাসান, হেলাল ও আরিফ একটি অংশীদারী ব্যবসায়ের অংশীদার। ২০১৬ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে তাদের মূলধন হিসাবের উদ্বৃত্ত ছিল যথাক্রমে ৭৫,০০০ টাকা, ৮০,০০০ টাকা এবং ৭০,০০০টাকা। হাসান ও আরিফ সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনের জন্য যথাক্রমে মাসিক ৬০০ ও ৮০০ টাকা করে টাকা বেতন পাবার অধিকারী যা তারা প্রতি মাসে উঠিয়ে নেয়। চুক্তিপত্র অনুযায়ী মূলধন ও উত্তোলনের উপর পণ্য উত্তোলন ব্যতীত ১০% সুদ ধার্য করতে হবে। ২০১৬ সালে হাসান, হেলাল ও আরিফের নগদ উত্তোলনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫,০০০ টাকা, ৮,০০০টাকা ও ৯,০০০টাকা এবং এ উত্তোলনের উপর ধার্যকৃত সুদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৫০ টাকা; ৩০০ টাকা এবং ৪০০ টাকা। আরিফ নগদ উত্তোলন ছাড়াও ব্যবসায় হতে ১,২০০টাকার পণ্য উত্তোলন করেন যা হিসাবভুক্ত হয় নি। উপরোক্ত সমন্বয়সমূহ সাধন করার পূর্বে ২০১৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য ব্যবসায়ের মুনাফা হয় ১,১৫,০০০টাকা।

করণীয় ঃ ক. অংশীদারদের মূলধনের সুদ নির্ণয় করুন।
খ. লাভ-লোকসান বন্টন হিসাব প্রস্তুত করুন।
গ. অংশীদারদের মুলধন হিসাব তৈরি করুন।

সমাধান :

ক. অংশীদারদের মূলধনের সুদ নির্ণয় :

নাম	মূলধনের পরিমাণ	সুদের হার	গণনা	সুদ
হাসান	৭৫,০০০	১০%	$৭৫,০০০\times\frac{১০}{১০০}$	৭,৫০০
হেলাল	৮০,০০০	১০%	$৮০,০০০\times\frac{১০}{১০০}$	৮,০০০
আরিফ	৭০,০০০	১০%	$৭০,০০০\times\frac{১০}{১০০}$	৭,০০০

সমাধান ঃ খ.

লাভ-লোকসান বণ্টন হিসাব
২০১৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য

ডেবিট ক্রেডিট

বিবরণ		টাকা	বিবরণ		টাকা
অংশীদারদের মূলধন হিসাব ঃ			লাভ-লোকসান হিসাব (নীটলাভ		১,১৫,০০০
মূলধন সুদ			আনীত হলো)		
হাসান	৭,৫০০		অংশীদারদের মূলধন হিসাব ঃ		
হেলাল	৮,০০০		(উত্তোলনের সুদ)		
আরিফ	৭,০০০	২২,৫০০	হাসান	২৫০	
অংশীদারদের বেতন হিসাব ঃ			হেলাল	৩০০	
হাসান	৭,২০০		আরিফ	৪০০	
আরিফ	৯,৬০০	১৬,৮০০			৯৫০
অংশীদারদের মূলধন হিসাব ঃ			অলিখিত পণ্য উত্তোলন		১,২০০
(মুনাফার অংশ)					
হাসান	২৫,৯৫০				
হেলাল	২৫,৯৫০				
আরিফ	২৫,৯৫০	৭৭,৮৫০			
		১,১৭,১৫০			১,১৭,১৫০

সমাধানঃ গ.

অংশীদারদের মূলধন হিসাব
২০১৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

ডেবিট ক্রেডিট

তাং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ			তাং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ		
		হাসান	হেলাল	আরিফ			হাসান	হেলাল	আরিফ
২০১৬					২০১৬				
ডিঃ ৩১	উত্তোলন হিসাব	৫,০০০	৮,০০০	৯,০০০	জানুঃ ১	ব্যালেন্স বি/ডি	৭৫,০০০	৮০,০০০	৭০,০০০
ডিঃ ৩১	লাভ-লোকসান বণ্টন হিসাব ঃ				ডিঃ ৩১	লাভ-লোকসান বণ্টন হিসাব ঃ			
	উত্তোলনের সুদ	২৫০	৩০০	৪০০		মূলধনের সুদ	৭,৫০০	৮,০০০	৭,০০০
	অলিখিত পণ্য উত্তোলন	-	-	১,২০০		মুনাফার অংশ	২৫,৯৫০	২৫,৯৫০	২৫,৯৫০
ডিঃ ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি	১,০৩,২০০	১,০৫,৬৫০	৯২,৩৫০					
		১,০৮, ৪৫০	১,১৩,৯৫০	১,০২,৯৫০			১,০৮,৪৫০	১,১৩,৯৫০	১,০২,৯৫০
					২০১৭				
					জানুঃ ১	ব্যালেন্স বি/ডি	১,০৩,২০০	১,০৫,৬৫০	৯২,৩৫০

উদাহরণ-২

ঋতু, মিতু এবং জিতু একটি অংশীদারী কারবারের তিনজন অংশীদার। তাদের লাভ লোকসান বণ্টনের অনুপাত ছিল ৫ঃ৪ঃ৩।

২০১৬ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে তাদের মূলধন হিসাবের উদ্বৃত্ত ছিল যথাক্রমে ১,২০,০০০ টাকা ১,০০,০০০ টাকা এবং ৮৫,০০০ টাকা। মিতু সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনের জন্য ব্যবসায় হতে বাৎসরিক ১০,০০০ টাকা বেতন হিসাবে পাবে। মূলধন ও উত্তোলনের উপর বার্ষিক ১০% হারে সুদ ধার্য করা হবে; ঋতু ১লা অক্টোবর ২০১৬ সালে ব্যবসায় হতে ৬,০০০ টাকা উত্তোলন করেন। এছাড়াও ঋতু ৮০০ টাকার পণ্য উত্তোলন করেন। ঋতু ১লা এপ্রিল তারিখে ৩০,০০০ টাকা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ হিসাবে প্রদান করেন। উক্ত ঋণের উপর ১২% সুদ ধার্য করতে হবে। পক্ষান্তরে একই তারিখে মিতু প্রতিষ্ঠানে ১৫,০০০ টাকা অতিরিক্ত মূলধন হিসাবে আনয়ন করেন। বেতন ডেবিট করার পর কিন্তু অন্যান্য সমন্বয় সাধন করার পূর্বে ২০১৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরে মুনাফার পরিমাণ দাড়ায় ১,৮২,৪০০টাকা।

করণীয় ঃ

ক. মিতুর মূলধনর সুদ ও ঋতুর ঋণের সুদ নির্ণয় করুন।

খ. লাভ-লোকসান বণ্টন হিসাব তৈরি করুন।

গ. অংশীদারদের মূলধন হিসাব প্রস্তুত করুন।

সমাধান :

ক. মিতুর মূলধনের সুদ নির্ণয় :

$(৮৫,০০০\times১০\%)+১৫,০০০\times১০\%\times\frac{৯}{১২}$

$= ৮,৫০০+১,১২৫$

$= ৯,৬২৫$ টাকা

ঋতুর ঋণের সুদ নির্ণয়ঃ

$৩০,০০০\times১২\%\times\frac{৯}{১২}$

$= ৩৬০০\times\frac{৯}{১২}$

$= ২৭০০$ টাকা

সমাধানঃ খ.

ঋতু,জিতু ও মিতু
লাভ-লোকসান বণ্টন হিসাব
২০১৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য

ডেবিট ক্রেডিট

বিবরণ		টাকা	বিবরণ	টাকা
অংশীদারদের মূলধন হিসাব (মূলধনের সুদ)			লাভ-লোকসান হিসাব (নীট লাভ আনীত হলো)	১,৮২,৪০০
ঋতু	১২,০০০		ঋতুর মূলধন হিসাব (উত্তোলনের সুদ)	১৫০
জিতু	১০,০০০			
মিতু	৯,৬২৫	৩১,৬২৫		
ঋতুর ঋণ হিসাব (ঋণের সুদ)		২,৭০০		
অংশীদারদের মূলধন হিসাব ঃ (বণ্টনযোগ্য মুনাফা)				
ঋতু	৬১,৭৬১			
জিতু	৪৯,৪০৮			
মিতু	৩৭,০৫৬	১,৪৮,২২৫		
		১,৮২,৫৫০		১,৮২,৫৫০

সমাধানঃ গ.

অংশীদারদের মূলধন হিসাব
২০১৬ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর

ডেবিট ক্রেডিট

তাং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ			তাং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ		
		ঋতু	জিতু	মিতু			ঋতু	জিতু	মিতু
২০১৬					২০১৬				
ডিঃ ৩১	উত্তোলন হিসাব				জানুঃ ১	ব্যালেন্স বিডি	১,২০,০০০	১,০০,০০০	৮৫,০০০
	নগদ	৬,০০০			এপ্রিল ০১	নগদান হিসাব (অতিরিক্ত মূলধন)	-	-	১৫,০০০
	পণ্য	৮০০							
ডিঃ ৩১	লাভ-লোকসান বণ্টন হিসাব				ডিঃ ৩১	বেতন	-	-	১০,০০০
	উত্তোলনের সুদ	১৫০			ডিঃ ৩১	লাভ-লোকসান বণ্টন হিসাব			
						মূলধনের সুদ	১২,০০০	১০,০০০	৯,৬২৫
ডিঃ ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি	১,৮৬,৮১১	১৫৯,৪০৮	১,৫৬,৬৮১		বণ্টনযোগ্য মুনাফার অংশ	৬১,৭৬১	৪৯,৪০৮	৩৭,০৫৬
		~~১,৯৩,৭৬১~~	~~১,৫৯,৪০৮~~	~~১,৫৬,৬৮১~~	২০১৭		~~১,৯৩,৭৬১~~	~~১৫৯,৪০৮~~	~~১,৫৬,৬৮১~~
		১,৯৩,৭৬১	১,৫৯,৪০৮	১,৫৬,৬৮১	জানুঃ ১	ব্যালেন্স বি/ডি	১,৮৬,৮১১	১৫৯,৪০৮	১,৫৬,৬৮১

উদাহরণ - ৩ ঃ

জুয়েল শাহীন ও আজাদ একটি অংশীদারী ব্যবসায়ের তিনজন অংশীদার। ২০১৬ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে তাদের মূলধন ছিল যথাক্রমে ১,৫০,০০০টাকা, ১,০০,০০০ টাকা এবং ১,০০,০০০টাকা। আজাদ তার সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনের জন্য ব্যবসায় হতে মাসিক ২,০০০ টাকা করে বেতন পাবে। অংশীদারগণের মূলধন এবং উত্তোলনের উপর ৫% সুদ ধার্য করতে হবে। বৎসরে সম্ভাব্য মুনাফার আশায় তারা ব্যবসায় হতে যথাক্রমে ৩৫,০০০ টাকা, ২০,০০০টাকা এবং ২৫,০০০ টাকা উত্তোলন করেন। উত্তোলনের উপর যথাক্রমে ৯৫০ টাকা ৫৫০টাকা ও ৬০০ টাকা সুদ ধার্য করা হয়। ২০১৬ সালের ১লা জুলাই তারিখে জুয়েল তার সাবেক মূলধন ছাড়া ৪০,০০০ টাকা কারবারে ঋণ স্বরূপ সরবরাহ করে।

বণ্টনযোগ্য লাভের ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত জুয়েল, শাহীন এবং আজাদ যথাক্রমে ৫০%, ৩৫% এবং ১৫% করে পাবে। বণ্টনযোগ্য লাভের অবশিষ্ট অংশ তাদের মধ্যে ২ঃ২ঃ৩ অনুপাতে বণ্টিত হবে।

উপরোক্ত সমন্বয়গুলো সাধন করার পূর্বে ২০১৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য ব্যবসায়ের লাভ হয় ২,১০,৬০০ টাকা।

করণীয় ঃ

ক. বছর শেষে ঋণের পরিমাণ নির্ণয় করুন।

খ. লাভ-লোকসান বন্টন হিসাব তৈরি করুন।

গ. অংশীদারদের মূলধন হিসাব প্রস্তুত করুন।

সমাধানঃ ক. বছর শেষে ঋণের টাকার পরিমাণ নির্ণয় :

ঋণ বাবদ পাওনা	৪০,০০০
যোগ : বকেয়া সুদ ৪০,০০০×৬%×$\frac{১}{২}$	১,২০০
	৪১,২০০

সমাধান : খ.

জুয়েল, শাহীন এবং আজাদ

লাভ-লোকসান বণ্টন হিসাব

২০১৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য

ডেবিট ক্রেডিট

বিবরণ		টাকা	বিবরণ		টাকা
অংশীদারদের মূলধন হিসাব ঃ			লাভ-লোকসান হিসাব		
(মূলধনের সুদ)			(নীট মুনাফা আনীত হলো)		২,১০,৬০০
জুয়েল	৭,৫০০		অংশীদারদের মূলধন হিসাব ঃ		
শাহীন	৫,০০০		(উত্তোলনের সুদ)		
আজাদ	৫,০০০		জুয়েল	৯৫০	
		১৭,৫০০	শাহীন	৫৫০	
আজাদের মূলধন হিসাব (বেতন)		২৪,০০০	আজাদ	৬০০	২,১০০
জুয়েল এর ঋণ হিসাব (ঋণের সুদ)		১,২০০			
অংশীদারদের মূলধন হিসাব ঃ					
মুনাফার অংশ ঃ					
জুয়েল	৭০,০০০				
শাহীন	৫৫,০০০				
আজাদ	৪৫,০০০				
		১,৭০,০০০			২,১২,৭০০
		২,১২,৭০০			

হিসাব নিরুপণ

১. মোট বণ্টনযোগ্য মুনাফা ১,৭০,০০০ টাকা। (এর মধ্যে ১,০০,০০০ টাকা বণ্টিত হবে ৫০%, ৩৫% এবং ১৫% হারে)

২. ঋণের সুদ ঃ ঋণের সুদের শতকরা হার উল্লেখ না থাকায় আইনের বিধান মোতাবেক ৬% হারে ৬ মাসের সুদ হিসাব করতে হবে।

৩. ঋণের সুদ ঋণ হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে বিধায় মূলধন হিসাবে দেয়া হয়নি।

৪. মুনাফা বণ্টন :

জুয়েল ঃ ১,০০,০০০ × ৫০% = ৫০,০০০/-

শাহীন ঃ ১,০০,০০০ × ৩৫% = ৩৫,০০০/-

আজাদ ঃ ১,০০,০০০ × ১৫% = ১৫,০০০/-

অবশিষ্ট ৭০,০০০ টাকা ২ঃ২ঃ৩ অনুপাতে বণ্টিত হবে।

জুয়েল ঃ ৭০,০০০ × $\frac{২}{৭}$ = ২০,০০০/-

শাহীন ঃ ৭০,০০০ × $\frac{২}{৭}$ = ২০,০০০/-

আজাদ ঃ ৭০,০০০ × $\frac{৩}{৭}$ = ৩০,০০০/-
মোট প্রাপ্য ঃ
জুয়েল ঃ ৫০,০০০ + ২০,০০০ = ৭০,০০০/-
শাহীন ঃ ৩৫,০০০ + ২০,০০ = ৫৫,০০০/-
আজাদ ঃ ১৫,০০০ + ৩০,০০০ = ৪৫,০০০/-
১,৭০,০০০/-

সমাধানঃ গ.

অংশীদারদের মূলধন হিসাব (পরিবর্তনশীল পদ্ধতিতে)

ডেবিট ক্রেডিট

তাং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ			তাং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ		
		জুয়েল	শাহীন	আজাদ			জুয়েল	শাহীন	আজাদ
২০১৬					২০১৬				
ডিঃ ৩১	উত্তোলন হিসাব (স্থানান্তরিত হয়েছে)	৩৫,০০০	২০,০০০	২৫,০০০	জানুঃ ১	ব্যালেন্স বিডি	১,৫০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০
					ডিঃ ৩১	লাভ-লোকসান বণ্টন হিসাব ঃ			
ডিঃ ৩১	লাভ-লোকসান বণ্টন হিসাব ঃ					মূলধনের সুদ	৭,৫০০	৫,০০০	৫,০০০
	উত্তোলনের সুদ	৯৫০	৫৫০	৬০০		মুনাফার অংশ	৭০,০০০	৫৫,০০০	৪৫,০০০
ডিঃ ৩১	ব্যালেন্স সিডি	১,৯১,৫৫০	১,৩৯,৪৫০	১,৪৮,৪০০		বেতন	-	-	২৪,০০০
		২,২৭,৫০০	১,৬০,০০০	১,৭৪,০০০			২,২৭,৫০০	১,৬০,০০০	১,৭৪,০০০
					২০১৭				
					জানুঃ ১	ব্যালেন্স বিডি	১,৯১,৫৫০	১,৩৯,৪৫০	১,৪৮,৪০০

স্থায়ী মূলধন পদ্ধতি

উদাহরণ-৪

ক,খ ও গ একটি অংশীদারী ব্যবসায়ের তিনজন অংশীদার। তারা ব্যবসায়ের লাভ-লোকসান যথাক্রমে ৩ঃ২ঃ১ অনুপাতে বণ্টন করে নেয়। চুক্তি মোতাবেক অংশীদারদের মূলধন স্থিতিশীল থাকবে এবং যাবতীয় সমন্বয় চলতি হিসাবের মাধ্যমে সাধন করা হবে। চুক্তিপত্রের শর্ত অনুযায়ী গ বার্ষিক ৩,০০০ টাকা করে বেতন পাবে এবং অংশীদারদের মূলধন ও ঋণের উপর ৫% হারে সুদ ধার্য করা হবে। ২০১৭ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে ব্যবসায়ের হিসাব বইতে নিম্নোক্ত ক্রেডিট উদ্বৃত্ত গুলো দেখা যায় ঃ-

ক এর মূলধন হিসাব ঃ ৫০,০০০ টাকা
খ -- --- --- ঃ ৪০,০০০ টাকা এবং
গ -- --- --- ঃ ২০,০০০ টাকা

ক এর চলতি হিসাব ঃ ১০,০০০ টাকা (ক্রে:)
খ -- --- --- ঃ ৪,০০০ টাকা এবং (ক্রে:)
গ -- --- --- ঃ ১,০০০ টাকা (ক্রে:)
খ এর ঋণ হিসাব ঃ ৫,০০০ টাকা

উক্ত বছরে ক ১২,০০০ টাকা খ ১০,০০০ টাকা এবং গ ৭,৫০০ টাক ব্যবসায় হতে মুনাফার প্রত্যাশায় উত্তোলন করে। মূলধনের সুদ, ঋণের সুদ এবং বেতন সমন্বয় করার পূর্বে বছরে নীট মুনাফার পরিমাণ দাড়ায় ২০,৭৫০ টাকা।

করণীয় ঃ

ক. খ-এর ঋণ হিসাব তৈরি করুন।
খ. লাভ-লোকসান বণ্টন হিসাব প্রস্তুত করুন।
গ. অংশীদারদের চলতি হিসাব তৈরি করুন।

সমাধানঃ

ক.

খ-এর ঋণ হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	টাকা	তারিখ	বিবরণ	টাকা
২০১৭			২০১৭		
ডিসে:৩১	ব্যালেন্স সি/ডি	৫০০০	জানু-০১	ব্যালেন্স বি/ডি	৫০০০
		৫০০০			৫০০০
			২০১৮		
			জানু: ০১	ব্যালেন্স বি/ডি	৫০০০

খ.

ক, খ ও গ

লাভ লোকসান বণ্টন হিসাব

২০১৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য

ডেবিট ক্রেডিট

বিবরণ		টাকা	বিবরণ	টাকা
অংশীদারদের চলতি হিসাব ঃ			লাভ-লোকসান হিসাব	
(মূলধনের সুদ)			(নীট মুনাফা আনীত হলো)	২০,৭৫০
ক	২,৫০০			
খ	২,০০০			
গ	১,০০০	৫,৫০০		
গ এর চলতি হিসাব (বেতন)		৩,০০০		
খ এর চলতি হিসাব (ঋণের সুদ)		২৫০		
অংশীদারদের চলতি হিসাব ঃ				
(মুনাফার অংশ)				
ক	৬,০০০			
খ	৪,০০০			
গ	২,০০০	১২,০০০		
		২০,৭৫০		২০,৭৫০

গ.

অংশীদারদের চলতি হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তাং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ			তাং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ		
		ক	খ	গ			ক	খ	গ
২০১৭					২০১৭				
ডিঃ ৩১	ব্যাংক হিসাব (উত্তোলন)	১২,০০০	১০,০০০	৭,৫০০	জানুঃ ১	ব্যালেন্স বিডি	১০,০০০	৪,০০০	১,০০০
					ডিঃ ৩১	লাভ-লোকসান বণ্টন হিসাব			
						মূলধনের সুদ	২,৫০০	২,০০০	১,০০০
ডিঃ ৩১	ব্যালেন্স সিডি	৬,৫০০	২৫০	-		বেতন	-	-	৩,০০০
						ঋণের সুদ	-	২৫০	-
						মুনাফার অংশ	৬,০০০	৪,০০০	২,০০০
					ডিঃ ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি	-	-	৫০০
		১৮,৫০০	১০,২৫০	৭,৫০০			১৮,৫০০	১০,২৫০	৭,৫০০
২০১৮					২০১৮	ব্যালেন্স বি/ডি	৬,৫০০	২৫০	-
জানু: ৩১	ব্যালেন্স বিডি			৫০০	জানুঃ ১				

উদাহরণ-৫

X, Y এবং Z একটি অংশীদারী কারবারের তিনজন অংশীদার। তারা ব্যবসায়ের লাভলোকসান যথাক্রমে $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৩}$ এবং $\frac{১}{৬}$ অংশ মোতাবেক বণ্টন করে নেয়। ২০১৭ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে তাদের মূলধনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২,০০,০০০ টাকা, ১,৫০,০০০ টাকা এবং ২,০০,০০০টাকা। X এবং Z তাদের সার্বক্ষণিক কাজের জন্য ব্যবসায় হতে যথাক্রমে ৩,০০০ টাকা ও ২০০০ টাকা হিসেবে মাসিক বেতন পাবে। মূলধন এবং উত্তোলনের উপর ৫% সুদ ধার্য করতে হবে। প্রত্যেক মাসের শেষ তারিখে সারা বৎসর ধরে X, Y এবং Z যথাক্রমে ৪,০০০ টাকা , ২০০০টাকা এবং ২,০০০ টাকা করে নগদ উত্তোলন করেছেন। X এবং Y যৌথভাবে এবং Z কে এ মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, Z তার বেতন এবং মূলধনের উপর সুদ ছাড়াও লাভের অংশ বাবদ কমপক্ষে ৩০,০০০টাকা পাবে।

উপরিউক্ত সমন্বয়গুলো সাধন করার পূর্বে ২০১৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য ব্যবসায়ের লাভ হয় ২,০০,০০০ টাকা।

করণীয় ঃ

ক. মাসের শুরুতে উত্তোলন ধরে সুদ নির্ণয় করুন। খ. লাভ-লোকসান বণ্টন হিসাব প্রস্তুত করুন।

গ. অংশীদারদের মূলধন হিসাব তৈরি করে দেখান।

সমাধানঃ ক.

উত্তোলনের সূদ নির্ণয় :

ক্রমিক	নাম	গণনা	টাকা
১.	X	৪,০০০×৫%×৬.৫	১,৩০০
২.	Y	২,০০০×৫%×৬.৫	৬৫০
৩.	Z	২,০০০×৫%×৬.৫	৬৫০

খ.

XYZ

লাভ-লোকসান আবণ্টন হিসাব

২০১৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

ডেবিট ক্রেডিট

বিবরণ		টাকা	বিবরণ		টাকা
অংশীদারদের মূলধন হিসাব ঃ			লাভ-লোকসান হিসাব		২,০০,০০০
(মূলধনের সুদ)			(নীট মুনাফা আনীত হলো)		
X	১০,০০০		অংশীদারদের মূলধন হিসাব ঃ		
Y	৭,৫০০		উত্তোলনের সুদ		
Z	১০,০০০		X	১,১০০	
		২৭,৫০০	Y	৫৫০	
অংশীদারদ্বয়ের মূলধন হিসাব ঃ			Z	৫৫০	
(বেতন)					২,২০০
X (৩০০০×১২) = ৩৬,০০০					
Z (২০০০ ×১২) = ২৪,০০০		৬০,০০০			
অংশীদারদের মূলধন হিসাব					
(মুনাফার অংশ)					
X	৫০,৮২০				
Y	৩৩,৮৮০				
Z	৩০,০০০	১,১৪,৭০০			
		২,০২,২০০			২,০২,২০০

গ.

অংশীদারদের মূলধন হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তাং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ			তাং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ		
		X	Y	Z			X	Y	Z
২০১৭					২০১৭				
ডিঃ ৩১	উত্তোলন হিসাব	৪৮,০০০	২৪,০০০	২৪,০০০	জানুঃ ১	ব্যালেন্স বিডি	২,০০,০০০	১,৫০,০০০	২,০০,০০০
ডিঃ ৩১	লাভ-লোকসান আবণ্টন হিসাব ঃ					লাভ-লোকসান আবণ্টন হিঃ			
ডিঃ ৩১	উত্তোলনের সুদ	১,১০০	৫৫০	৫৫০	ডিঃ ৩১	মূলধনের সুদ	১০,০০০	৭,৫০০	১০,০০০
						বেতন	৩৬,০০০	-	২৪,০০০
	ব্যালেন্স সিডি	২,৪৭,৭২০	১,৬৬,৮৩০	২,৩৯,৪৫০		মুনাফার অংশ	৫০,৮২০	৩৩,৮৮০	৩০,০০০
		২,৯৬,৮২০	১,৯১,৩৮০	২,৬৪,০০০			২৯,৬,৮২০	১,৯১,৩৮০	২,৬৪,০০০
					২০১৮				
					জানুঃ ১	ব্যালেন্স বি/ডি	২,৪৭,৭২০	১,৬৬,৮৩০	২,৩৯,৪৫০

হিসাব নিরুপণ

(১) মুনাফা বণ্টন ঃ

বণ্টনযোগ্য মুনাফা ১,১৪,৭০০ টাকা

Z পাবে ৩০,০০০ টাকা

৮৪,৭০০ টাকা এখন ৮৪,৭০০ টাকা X এবং Y এর মধ্যে ৩ঃ২ অনুপাতে বণ্টন করতে হবে।

$\therefore X = ৮৪৭০০ \times \frac{৩}{৫} = ৫০৮২০$ টাকা

$\therefore Z = ৮৪৭০০ \times \frac{২}{৫} = ৩৩৮৮০$ টাকা

এখানের একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, Z এর পাওনা বাবদ ৩০,০০০ টাকা এর বেশী পেত তবে তাকে সেই বেশী অংশই দিতে হতো।

(২) অংশীদারদের উত্তোলন ঃ

X ঃ ৪০০০× ১২= ৪৮,০০০/-

Y ঃ ২০০০×১২ = ২৪,০০০/-

Z ঃ ২০০০×১২ = ২৪,০০০/-

(৩) অংশীদারদের উত্তোলনের সুদ নির্ণয় ঃ

X ঃ $৪০০০ \times \frac{১১}{২} \times ৫\% = ১১০০$/-

Y ঃ $২০০০ \times \frac{১১}{২} \times ৫\% = ৫৫০$/-

Z ঃ $২০০০ \times \frac{১১}{২} \times ৫\% = ৫৫০$/-

উদাহরণ-৬

হাশেম, কাশেম এবং পলাশ একটি অংশীদারী ব্যবসায়ের তিনজন অংশীদার। তারা ব্যবসায়ের লাভ-লোকসান যথাক্রমে $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৩}$ এবং $\frac{১}{৬}$ অংশ মোতাবেক বণ্টন করে নেয়। ২০১৭ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে অংশীদারগণের মূলধনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১,৫০,০০০ টাকা, ১,০০,০০০ টাকা এবং ১,৫০,০০০ টাকা। হাশেম ও পলাশ তাদের সার্বক্ষণিক কাজের জন্য ব্যবসায় হতে যথাক্রমে ৪,০০০ টাকা ও ৩,০০০ টাকা বেতন পাবে। চুক্তিপত্রে উল্লেখ আছে যে, মূলধনের উপর ৮%হারে সুদ ধার্য করা হবে। ২০১৭ সালের ১লা জুলাই তারিখে কাশেম ২০,০০০ টাকা ব্যবসায়ে অতিরিক্ত মূলধন হিসাবে বিনিয়োগ করে। ২০১৭ সালে তাদের উত্তোলনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৮,০০০ টাকা ২৪,০০০ টাকা এবং ২৪,০০০ টাকা।

হাশেম ও পলাশ যৌথভাবে কাশেমকে এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, কাশেম তার বেতন ও মূলধনের সুদ ছাড়াও লাভের অংশ বাবদ কমপক্ষে ২৯,০০০ টাকা পাবে।

উপরোক্ত সমন্বয়গুলো সাধন করার পূর্বে ২০১৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য ব্যবসায়ের লাভ ১,১৪,৮০০ টাকা, উপনীত হলো।

করণীয় ঃ

ক. ৫% হারে উত্তোলনের সুদ নির্ণয় করুন।
খ. লাভ-লোকসান বণ্টন হিসাব তৈরি করুন।
গ. অংশীদারদের মূলধন হিসাব প্রস্তুত করুন।

সমাধান :

ক.

উত্তোলনের সুদ নির্ণয় :

ক্রমিক	নাম	গণনা	টাকা
১.	হাশেম	$৪৮,০০০\times৫\%\times\frac{৬}{১২}$	১,২০০
২.	কাশেম	$২৪,০০০\times৫\%\times\frac{৬}{১২}$	৬০০
৩.	পলাশ	$২৪,০০০\times৫\%\times\frac{৬}{১২}$	৬০০

খ.

হাশেম কাশেম এবং পলাশ
লাভ-লোকসান আবণ্টন হিসাব
২০১৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য

ডেবিট ক্রেডিট

বিবরণ		টাকা	বিবরণ	টাকা
অংশীদারদের মূলধন হিসাব ঃ			লাভ-লোকসান হিসাব	
(মূলধনের সুদ)			(নীট লাভ আনীত)	
হাশেম	১২,০০০			১,১৪,৮০০
কাশেম	৮,৮০০			
পলাশ	১২,০০০			
		৩২,৮০০		
অংশীদারদ্বয়ের মূলধন হিসাব ঃ				
(বেতন)				
হাশেম	৪,০০০			
পলাশ	৩,০০০			
		৭,০০০		
অংশীদারদের মূলধন হিসাব ঃ				
(মুনাফার অংশ)				
হাশেম	৩৪,৫০০			
কাশেম	২৯,০০০			
পলাশ	১০,৫০০	৭৫,০০০		
		১,১৪,৮০০		১,১৪,৮০০

গ.

অংশীদারদের মূলধন হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তাং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ			তাং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ		
		আলফা	বিটা	গামা			আলফা	বিটা	গামা
২০১৭					২০১৭				
ডিঃ ৩১	উত্তোলন হিসাব	৪৮,০০০	২৪,০০০	২৪,০০০	জানুঃ ১	ব্যালেন্স বিডি	১,৫০,০০০	১,০০,০০০	১,৫০,০০০
ডিঃ ৩১	ব্যালেন্স সিডি	১,৫২,৫০০	১,৩৩,৮০০	১,৫২,৫০০	জুলাই ১	নগদান হিসাব			
						(অতিরিক্ত মূলধন)	-	২০,০০০	
						লাভ-লোকসান আবন্টন হিসাব ঃ			
						মূলধনের সুদ	১২,০০০	৮,৮০০	১২,০০০
						বেতন	৪,০০০	-	৩০০০
						মুনাফার অংশ	৩৪,৫০০	২৯,০০০	১১,৫০০
		২,০০,৫০০	১,৫৭,৮০০	১,৭৬,৫০০			২,০০,৫০০	১,৫৭,৮০০	১,৭৬,৫০০
						ব্যালেন্স বিডি	১,৫২,৫০০	১,৩৩,৮০০	১,৫২,৫০০

হিসাব নিরুপণ ঃ

১. কাশেম এর মূলধনের সুদ নির্ণয় ঃ

১,০০,০০০ টাকার উপর ৮% হারে ১ বৎসরের সুদ = ১,০০,০০০ ×৮% = ৮,০০০/-

২০,০০০ টাকার উপর ৮% হারে ৬ মাসের সুদ = ২০,০০০ ×৮%× $\frac{১}{২}$ = ৮০০/-

৮,৮০০/-

২. অংশীদারদের মধ্যে মুনাফা বণ্টন ঃ

বণ্টনযোগ্য মুনাফা = ৭৫,০০০/-

	হাসেম	কাশেম	পলাশ
৭৫,০০০/= (৩ঃ২ঃ১)	৩৭,৫০০/-	২৫,০০০/-	১২,৫০০/-
নিশ্চয়তা বাবদ (প্রত্যাভূতি) অর্থ	- ৩০০০/-	+ ৪,০০০/-	-১০০০/-
	৩৪,৫০০/-	২৯,০০০/-	১১,৫০০/-

মুনাফা বণ্টনের অনুপাত অনুসারে কাশেম পায় ২৫,০০০ টাকা। কিন্তু তাকে হাশেম ও পলাশ নিশ্চয়তা দেয় যে, লাভের অংশ বাবদ কমপক্ষে ২৯,০০০ টাকা পাবে। অতএব, (২৯০০০-২৫,০০০) = ৪,০০০ টাকা হাশেম ও পলাশ ৩ঃ১ অনুপাতে বহন করবে। অর্থাৎ, হাশেম দিবে - ৪,০০০× $\frac{৩}{৪}$ = ৩,০০০/-

পলাশ দিবে - ৩,০০০ × $\frac{১}{৪}$ = ১,০০০/-

উদাহরণ-৭

আলফা, বেটা এবং গামা একটি অংশীদারী কারবারের তিনজন অংশীদার। তারা কারবারের লাভ লোকসান ২ঃ২ঃ১ অনুপাতে বণ্টন করিয়া লয়। ২০১৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে উত্তোলনের পরিমাণ লাভের অংশ গামা এর বেতন বাবদ সমন্বয় সাধনের পর তাদের মূলধনের পরিমাণ দাড়ায়ঃ

আলফা ঃ ৪,১০,০০০ টাকা
বেটা ঃ ৩,১৬,০০০ টাকা এবং
গামা ঃ ২,৭০,০০০ টাকা।

পরবর্তীতে দেখা যায় মূলধন এবং উত্তোলনের উপর বার্ষিক ৫% সুদ সমন্বয়করণ বাদ পড়েছে। অংশীদারগণের উত্তোলনের পরিমাণ ছিল ঃ

আলফা ঃ ৯০,০০০ টাকা
বেটা ঃ ৪৪,০০০ টাকা
গামা ঃ ৭০,০০০ টাকা।

উত্তোলনের উপর যথাক্রমে ১৮০০ টাকা ৮০০টাকা এবং ১৪০০ টাকা সুদ নির্ধারণ করা হয়েছিল। গামার বার্ষিক বেতন ৪০,০০০ টাকা ডেবিট করার পর, কিন্তু মূলধন ও উত্তোলনের সুদ সমন্বয় করার পূর্বে ২০১৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরে কারবারের লাভ হয়েছিল ২,০০,০০০ টাকা।

আপনার করণীয় ঃ

ক. প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় করুন।
খ. সমন্বিত লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব প্রস্তুত করুন।
গ. অংশীদারদের সমন্বিত মূলধন হিসাব তৈরি করুন।

সমাধান ঃ

ক. অংশীদারদের প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় ঃ

বিবরণ	আলফা	বেটা	গামা
সমাপণী মূলধন	৪,১০,০০০/-	৩,১৬,০০০/-	২,৭০,০০০/-
যোগ : উত্তোলন	৯০,০০০/-	৪৪,০০০/-	৭০,০০০/-
	৫,০০,০০০/-	৩,৬০,০০০/-	৩,৪০,০০০/-
বিয়োগ : বেতন	-	-	- ৪০,০০০/-
	৫,০০,০০০/-	৩,৬০,০০০/-	৩,০০,০০০/-
বিয়োগ : মুনাফার অংশ	৮০,০০০/-	৮০,০০০/-	৪০,০০০/-
	৪,২০,০০০/-	২,৮০,০০০/-	২,৬০,০০০/-
মূলধনের সুদ	৪,২০,০০০× ৫%	২,৮০,০০০×৫%	২,৬০,০০০×৫%
	=২১,০০০/-	= ১৪,০০০/-	=১৩,০০০/-

খ.

আলফা বেটা ও গামা
সমন্বিত লাভ লোকসান আবণ্টন হিসাব
২০১৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

ডেবিট ক্রেডিট

বিবরণ		টাকা	বিবরণ		টাকা
অংশীদারদের মূলধন হিসাব ঃ			অংশীদারদের সমন্বিত মূলধন হিসাব ঃ		
মূলধন হিসাব ঃ (মূলধনের সুদ)			(উত্তোলনের সুদ)		
আলফা	২১,০০০		আলফা	১৮০০	
বেটা	১৪,০০০		বেটা	৮০০	
গামা	১৩,০০০	৪৮,০০০	গামা	১৪০০	৪,০০০
			অংশীদারদের সমন্বিত মূলধন হিসাবঃ		
			(সমন্বয়ের ক্ষতি)		
			আলফা	১৭,৬০০	
			বেটা	১৭,৬০০	
			গামা	৮,৮০০	৪৪,০০০
		৪৮,০০০			৪৮,০০০

গ.

অংশীদারদের সমন্বিত মূলধন হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তাং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ			তাং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ		
		আলফা	বেটা	গামা			আলফা	বেটা	গামা
২০১৭					২০১৭				
ডিঃ ৩১	সমন্বিত লাভ-লোকসান				ডিঃ ৩১	ব্যালেন্স বিডি	৪,১০,০০০	৩,১৬,০০০	২,৭০,০০০
	আবণ্টন হিসাব ঃ				ডিঃ ৩১	সমন্বিত লাভ-লোকসান			
	উত্তোলনের সুদ	১,৮০০	৮০০	১,৪০০		আবণ্টন হিসাব ঃ			
ডিঃ ৩১	সমন্বয় জনিত ক্ষতি	১৭,৬০০	১৭,৬০০	৮,৮০০		মূলধনের সুদ	২১,০০০	১৪,০০০	১৩,০০০
ডিঃ ৩১	ব্যালেন্স সিডি	৪,১১,৬০০	৩,১১,৬০০	২,৭২,৮০০					
		৪,৩১,০০০	৩,৩০,০০০	২,৮৩,০০০			৪,৩১,০০০	৩,৩০,০০০	২,৮৩,০০০
					২০১৮				
					জানুঃ ১	ব্যালেন্স বিডি	৪,১১,৬০০	৩,১১,৬০০	২,৭২,৮০০

উদাহরণ-৮

A, B ও C একটি অংশীদারী কারবারের তিনজন অংশীদার। তারা ব্যবসায়ের মুনাফা যথাক্রমে ৩ঃ২ঃ১ অনুপাতে বণ্টন করে নেয়। ২০১৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে অংশীদারদের উত্তোলন বেতন ও মুনাফা সমন্বয়ের পর তাদের মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২,৮৫,০০০ টাকা, ২,৩৪,০০০ টাকা এবং ১,৮৬,০০০ টাকা।

পরবর্তীতে দেখা গেল যে, অংশীদারী চুক্তি পত্রে মূলধনের উপর বার্ষিক ৫% হারে সুদ ধরার কথা থাকলে ও উহা হিসাব হতে বাদ পড়ে গেছে। A এর ৩৬,০০০ টাকা বেতন দেয়ার পর ২০১৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে মুনাফার পরিমাণ ছিল ২,৭০,০০০ টাকা। ঐ বছরে অংশীদারদের উত্তোলনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮১,০০০ টাকা ৩৬,০০০ টাকা এবং ২৪,০০০ টাকা। অংশীদারগণ তাদের মূলধন মুনাফা বণ্টনের অনুপাতে এবং ব্যবসায়ের মোট মূলধন ৭,২০,০০০ টাকা রাখতে সম্মত হয়।

করণীয় ঃ

ক. অংশীদারদের সমাপনী মূলধন নির্ণয় করুন।

খ. লাভ-লোকসান সমন্বয় হিসাব প্রস্তুত করুন। (মূলধনের সুদ যথাক্রমে ৯৭৫০ টাকা, ৯০০০ টাকা এবং ৮২৫০ টাকা)

গ. অংশীদারদের পূনঃ সমন্বিত মূলধন হিসাব তৈরি করুন।

সমাধান :

ক. অংশীদারদের সমাপনী মূলধনের পরিমাণ নিরুপন :

$$A \text{ ঃ } ৭,২০,০০০ \times \frac{৩}{৬} = ৩,৬০,০০০/-$$

$$B \text{ ঃ } ৭,২০,০০০ \times \frac{২}{৬} = ২,৪০,০০০/-$$

$$C \text{ ঃ } ৭,২০,০০০ \times \frac{১}{৬} = ১,২০,০০০/-$$

খ.

ABC
লাভ-লোকসান সমন্বয় হিসাব
২০১৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে

ডেবিট ক্রেডিট

বিবরণ		টাকা	বিবরণ		টাকা
পূনঃ সমন্বিত মূলধন হিসাব ঃ (মূলধনের সুদ)			পূনঃ সমন্বিত মূলধন হিসাব ঃ (সমন্বয়জনিত ক্ষতি)		
A	৯,৭৫০		A	১৩,৫০০	
B	৯,০০০		B	৯,০০০	
C	৮,২৫০		C	৪,৫০০	
		২৭,০০০			২৭,০০০
		২৭,০০০			২৭,০০০

গ.

অংশীদারদের মূলধন হিসাব (পূনঃ সমন্বিত)

ডেবিট ক্রেডিট

তাং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ			তাং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ		
		A	B	C			A	B	C
২০১৭					২০১৭				
ডিঃ ৩১	লাভ-লোকসান সমন্বয় হিসাব (সমন্বয়জনিত ক্ষতি)	১৩,৫০০	৯,০০০	৪,৫০০	ডিঃ ৩১	ব্যালেন্স বি/ডি -	২,৮৫,০০০	২,৩৪,০০০	১,৮৬,০০০
					ডিঃ ৩১	লাভ-লোকসান সমন্বয় হিসাব (মূলধনের সুদ)	৯,৭৫০	৯,০০০	৮,২৫০
ডিঃ ৩১	নগদান হিসাব (অতিরিক্ত মূলধন নিয়ে যাবে)	-	-	৬৯,৭৫০					
ডিঃ ৩১	ব্যালেন্স সি/ডি-	৩,৬০,০০০	২,৪০,০০০	১,২০,০০০	ডিঃ ৩১	নগদান হিসাব (ঘাটতি মূলধন আনবে)	৭৮,৭৫০	৬,০০০	-
		৩,৭৩,৫০০	২,৪৯,০০০	১,৯৪,২৫০			৩,৭৩,৫০০	২,৪৯,০০০	১,৯৪,২৫০

সারসংক্ষেপ

অংশীদারদের দেনা-পাওনা সংক্রান্ত সমন্বয় এবং লাভ-লোকসান বণ্টনের জন্য যে হিসাব বিবরণী তৈরী করা হয় তাকে লাভ-ক্ষতি বণ্টন হিসাব বলে। এ হিসাবে লাভ-ক্ষতি হিসাবের জের, অংশীদারদের প্রাপ্য ও প্রদেয় এবং লাভ-ক্ষতি হিসাবের জের, অংশদিারদের প্রাপ্য ও প্রদেয় এবং লাভ-ক্ষতির উদ্বৃত্ত বণ্টন করা হয়। চুক্তিপত্রের শর্ত মোতাবেক এসব কাজ করা হয়। লাভ-ক্ষতি বণ্টন হিসাবের উদ্বৃত্ত চুক্তিপত্রে হারের উল্লেখ না থাকলে সমহারে বণ্টিত হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৯

বহু নির্বাচনি প্রশ্নাবলি

১. অংশীদারদের দেনা-পাওনা ও মুনাফা/ক্ষতি সমন্বয়ের জন্য যে হিসাব রাখা হয় তাকে কি বলে?
ক. লাভ-ক্ষতি হিসাব খ. লাভ-ক্ষতি আবণ্টন হিসাব
গ. মূলধন হিসাব ঘ. চলতি হিসাব।

২. লাভ-ক্ষতি বণ্টন হিসাবে দেনা-পাওনা সমন্বয়ের পর যে উদ্বৃত্ত থাকে তা কি নির্দেশ করে?
ক. ডেবিট জের লাভ খ. ক্রেডিট জের ক্ষতি
গ. ডেবিট জের ক্ষতি ও ক্রেডিট জের লাভ ঘ. কিছুই না।

সৃজনশীল ব্যবহারিক প্রশ্নাবলিঃ

১. রহিম করিম এবং হাবিব একটি অংশীদারী কারবারের তিনজন অংশীদার। ২০১৭ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে তাদের মূলধন হিসাবের উদ্বৃত্ত ছিল যথাক্রমে ৪০,০০০ টাকা ২৭,৮০০ টাকা এবং ১৫,৯০০ টাকা। করিম এবং হাবিব বছরে যথাক্রমে ২,৫০০ টাকা ও ২,০০০ টাকা বেতন পাবে। মূলধনের উপর বার্ষিক ৫% হারে সুদ ধরার বিধান আছে এবং উত্তোলনের উপর ১০% হারে সুদ ধরতে হবে। বণ্টনযোগ্য মুনাফার ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত অংশীদারদের মধ্যে যথাক্রমে ৪০%, ৩৫% ও ২৫% হারে বণ্টিত হবে। অবশিষ্ট মুনাফা সমান হারে বণ্টন করা হবে। অংশীদারদের বেতন ডেবিট করার পর কিন্তু অন্যান্য সমন্বয় সাধন করার পূর্বে ২০১৭ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে কারবারের মুনাফা হয় ২৩,১৭০ টাকা। অংশীদারগণ প্রত্যেকে যারা বছরে ৮,০০০ টাকা করে উত্তোলন করেছিল।

করণীয় ঃ

ক. ১০% হারে উত্তোলনের সুদ নির্ণয় করুন।

খ. লাভ-লোকসান বণ্টন হিসাব প্রস্তুত করুন।

গ. মুনাফার অংশ রহিম ৭,৩৯৫ টাকা, করিম ৬,৮৯৫ টাকা এবং হাবিব ৫,৮৯৫ টাকা ধরে অংশীদারদের মূলধন হিসাব তৈরি করুন।

উত্তর :

ক. উত্তোলনের সুদ রহিম ৪০০ টাকা, করিম ৪০০ টাকা এবং হাবিব ৪০০ টাকা।

খ. মুনাফার অংশ, রহিম ঃ ৭৩৯৫ টাকা
করিম ঃ ৬৮৯৫ টাকা
হাবিব ঃ ৫৮৯৫ টাকা

গ. মূলধন হিসাবের উদ্বৃত্ত
রহিম ঃ ৪১,৩৯৫ টাকা
করিম ঃ ৩০,৫৮৫ টাকা এবং
হাবিব ঃ ১৬,৫৯০ টাকা।

চলতি হিসাব সম্পর্কিত

২. দোয়েল, কোয়েল ও ময়না একটি অংশীদারী ব্যবসায়ের তিনজন অংশীদার। তারা ৩ঃ২ঃ১ অনুপাতে লাভ লোকসান বণ্টন করে। অংশীদারী চুক্তিতে এরূপ আছে যে, অংশীদারদের মূলধন স্থায়ী থাকবে এবং যাবতীয় সমন্বয় তাদের চলতি হিসাবের মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করা হবে। চুক্তি অনুযায়ী ময়না বছরে ৩,০০০ টাকা বেতন পাবে এবং অংশীদারদের মূলধন ও ঋণের উপর ৫% হারে সুদ ধরতে হবে। কিন্তু উত্তোলনের উপর কোন প্রকার সুদ ধরা হবে না।

২০১৭ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে ব্যবসায়ের হিসাব বইতে নিম্নলিখিত ক্রেডিট উদ্বৃত্ত গুলো দেখা যায়।

দোয়েল এর মূলধন হিসাব	৫০,০০০	টাকা
কোয়েল এর মূলধন হিসাব	৪০,০০০	টাকা এবং
ময়না এর মূলধন হিসাব	২০,০০০	টাকা
দোয়েল এর চলতি হিসাব	১০,০০০	টাকা
কায়েল এর চলতি হিসাব	৪,০০০	টাকা এবং
ময়না এর চলতি হিসাব	১,০০০	টাকা
কোয়েল এর ঋণ হিসাব	৫,০০০	টাকা।

উক্ত বছরে অংশীদারগণ উত্তোলন করে যথাক্রমে ১২,০০০ টাকা ১০,০০০ টাকা ও ৭,৫০০ টাকা। মূলধন ও ঋণের উপর সুদ এবং ময়নার বেতন হিসাব করার পূর্বে ঐ বছরে নীট মুনাফার পরিমাণ দাড়ায় ২০,৭৫০ টাকা।

করণীয় :

ক. কোয়েল এর ঋণ হিসাব তৈরি করুন।

খ. অংশীদারদের মূলধন হিসাব প্রস্তুত করুন।

গ. অংশীদারদের চলতি হিসাব তৈরি করুন।

উত্তর :

ক. ঋণ হিসাবের উদ্বৃত ৫,২৫০ টাকা

খ. দোয়েল ৫০,০০০ টাকা, কোয়েল ৪০,০০০ টাকা, ময়না ২০,০০০ টাকা।

গ. চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত ঃ

দোয়েল ঃ ৬,৫০০ টাকা
কোয়েল ঃ ২৫০ টাকা এবং
ময়না ঃ ৫০০ টাকা (ক্রেডিট)।

৩. মান্নান ও হান্নান একটি অংশীদারী কারবারের দু'জন অংশীদার। তাদের মূলধন যথাক্রমে ৫,০০,০০০ টাকা ও ৪,০০,০০০ টাকা। তারা জব্বারকে তৃতীয় অংশীদার হিসাবে এই শর্তে গ্রহণ করে যে, জব্বার ১,০০,০০০ টাকা কারবারে মূলধন আনায়ন করবে এবং তাকে মাসিক ৩,০০০ টাকা করে বেতন প্রদান করা হবে। জব্বারের বেতনের ১৫,০০ টাকা মান্নানের হিসাবে ১,০০০ টাকা হান্নানের হিসাবে এবং অবশিষ্ট ৫০০ টাকা ব্যবসায়ের হিসাবে ডেবিট করা হবে। ২০১৭ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে জব্বারকে ব্যবসায়ে নিয়োগ করা হয়। অংশীদারগণ তাদের মূলধনের ১০% হারে সুদ পাবে এবং মুনাফা ৩ঃ২ঃ১ অনুপাতে বণ্টন করা হবে। অংশীদারগণের মাসিক উত্তোলনের পরিমাণ যথাক্রমে ৭,৫০০ টাকা, ৬,০০০ টাকা ও ৪,০০০ টাকা (যার উপর কোন সুদ ধরা যাবে না)

উপরিউক্ত সমন্বয়গুলো সাধনের পূর্বে ২০১৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরে ব্যবসায়ের মুনাফা অর্জিত হয় ৬,৪৬,০০০ টাকা।

করণীয় ঃ

ক. অংশীদারদের মূলধনের সুদ নির্ণয় করুন।

খ. লাভ-লোকসান আবন্টন হিসাব তৈরি করুন।

গ. অংশীদারদের চলতি হিসাব প্রস্তুত করুন। (মুনাফার অংশ মান্নান ৩২০,০০০ টাকা হান্নান ২১৩৩৩৩ টাকা জব্বার ১০৬৬৬৭ টাকা)

উত্তর ঃ

ক. মূলধনের সুদ ঃ

মান্নান ঃ ৫০,০০০ টাকা
হান্নান ঃ ৪০,০০০ টাকা
জব্বার ঃ ১০,০০০ টাকা।

খ.

মান্নান ঃ ৩,২০,০০০ টাকা
হান্নান ঃ ২,১৩,৩৩৩ টাকা
জব্বার ঃ ১০৬,৬৬৭ টাকা।

গ. চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত ঃ

মান্নান ঃ ২,১২,০০০ টাকা
হান্নান ঃ ১,৩২,০০০ টাকা
জব্বার ঃ ৯২,০০০ টাকা।

৪. হাবুল, কাবুল ও বাবুল একটি অংশীদারী ব্যবসায়ের তিনজন অংশীদার। তারা ২০১৭ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে যথাক্রমে ১,৫০,০০০ টাকা ১,৩০,০০০ টাকা এবং ১,২০,০০০ টাকা মূলধন হিসেবে কারবারে বিনিয়োগ করে। অংশীদারী চুক্তিপত্র মোতাবেক মূলধনের উপর বার্ষিক ৫% হারে সুদ ধরা হবে কিন্তু উত্তোলনের উপর কোন সুদ ধার্য করা হবে না। ব্যবসায়ের লাভ লোকসান অংশীদারদের মধ্যে ৩ঃ২ঃ১ অনুপাতে বণ্টিত হবে। বাবুল বার্ষিক ১৫,০০০ টাকা বেতন পাবে। তারা যথাক্রমে ২০,০০০ টাকা, ১৫,০০০টাকা ও ২৫,০০০ টাকা ব্যবসায় হতে নগদ উত্তোলন করে। এ ছাড়া হাবুল ৪,০০০ টাকা মূল্যের পণ্য কারবার হতে উত্তোলন করেছিল যা হিসাবের বইতে লেখা হয়নি। ২০১৭ সালের ১লা জুলাই তারিখে কাবুল ব্যবসায়ে ২০,০০০ টাকা অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগ করে এবং একই তারিখে হাবুল ব্যবসায়ের ১০,০০০ টাকা ঋণ স্বরূপ সরবরাহ করে। উপরোক্ত সমন্বয়গুলো সাধন করার পূর্বে ২০১৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরে ব্যবসায়ের লাভ হয় ১,৫১,৮০০ টাকা।

করণীয় ঃ

ক. হাবুল এর ঋণ হিসাব তৈরি করুন।

খ. লাভ-লোকসান বণ্টন হিসাব তৈরি করুন।

গ. অংশিদারদের মূলধন হিসাব। (মুনাফার অংশ হাবুল ৬০,০০০ টাকা, কাবুল ৪০,০০০ টাকা এবং বাবুল ২০,০০০ টাকা)

উত্তর ঃ

ক. হাবুল এর ঋণ হিসাবের উদ্বৃত্ত ঃ ১০,৩০০ টাকা।

খ. মুনাফার অংশ

হাবুল ঃ ৬০,০০০ টাকা
কাবুল ঃ ৪০,০০০ টাকা
বাবুল ঃ ২০,০০০ টাকা।

মূলধন হিসাবের উদ্বৃত্ত ঃ

হাবুল ঃ ১,৯৩,৫০০ টাকা
কাবুল ঃ ১,৮২,০০০ টাকা
বাবুল ঃ ১,৩৬,০০০ টাকা

গ্যারান্টি সংক্রান্ত

৫. বাশার তারেক ও মিলন একটি অংশীদারী ব্যবসায়ের তিনজন অংশীদার। ২০১৭ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে তাদের মূলধন ছিল যথাক্রমে ২,০০,০০০ টাকা, ১,৫০,০০০টাকা এবং ১,০০,০০০ টাকা। তারা ৩ঃ২ঃ১ অনুপাতে লাভ লোকসান বণ্টন করে নেয়। চুক্তি অনুসারে অংশীদারগণ মূলধন এবং উত্তোলনের উপর ১০% হারে সুদ পাবে। তারেক ও মিলন সার্বক্ষণিক কাজের জন্য মাসিক যথাক্রমে ২,৫০০ টাকা ও ২০০০ টাকা করে বেতন পাবে। অংশীদারগণ সারা বৎসর ধরে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখে যথাক্রমে ৪,০০০ টাকা, ২,০০০ টাকা এবং ২,০০০ টাকা করে ব্যবসায় হতে নগদ উত্তোলন করে। এছাড়াও মিলন ব্যবসায় হতে ৫,০০০ টাকার পণ্য উত্তোলন করে হিসাবভুক্ত হয়নি। বাশার ও মিলন যৌথভাবে তারেককে এ মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, তারেক বছরে মুনাফার অংশ বাবদ কমপক্ষে ৩০,০০০ টাকা পাবে। উপরিউক্ত সমন্বয় করার পূর্বে ২০১৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বৎসরের লাভ হয় ১,৮০,০০০ টাকা।

করণীয় ঃ

ক. মাসের শেষ তারিখে উত্তোলন ধরে সুদ নির্ণয় করুন।

খ. লাভ-লোকসান বণ্টন হিসাব প্রস্তুত করুন।

গ. মুনাফার অংশ বাশার ৪৫,৬০০ টাকা, তারেক ৩০,৪০০ টাকা মিলন ১৫,২০০ টাকা ধরে অংশীদারদের মূলধন হিসাব তৈরি করুন।

উত্তর ঃ

ক. উত্তোলনের সুদ- বাশার ২২০০ টাকা, তারেক ১১০০ টাকা এবং মিলন ১১০০ টাকা।

খ. মুনাফার অংশ

বাশার ঃ ৪৫,৬০০ টাকা
তারেক ঃ ৩০,৪০০ টাকা এবং
মিলন ঃ ১৫,২০০ টাকা।

গ. মূলধন হিসাবের উদ্বৃত্ত

বাশার ঃ ২,১৫,০০ টাকা
তারেক ঃ ২,০০,০০০ টাকা এবং
মিলন ঃ ১,১৮,৯০০ টাকা।

৬. আলফা, বেটা এবং গামা একটি অংশীদারী ব্যবসায়ের তিনজন অংশীদার। তারা ব্যবসায়ের লাভ-লোকসান যথাক্রমে $\frac{১}{২}$ ঃ $\frac{১}{৩}$ ঃ $\frac{১}{৬}$ অনুপাতে বণ্টন করে নেয়। ২০১৭ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে তাদের মূলধন হিসাবের উদ্বৃত্ত ছিল যথাক্রমে ২,০০,০০০ টাকা, ১,৫০,০০০ টাকা এবং ২,০০,০০০ টাকা। আলফা এবং গামা তাদের সার্বক্ষণিক কাজের জন্য ব্যবসায় হতে যথাক্রমে ৩,০০০ টাকা এবং ২,০০০ টাকা করে মাসিক বেতন পাবে। মূলধন এবং উত্তোলনের উপর ৫% হারে সুদ ধার্য করতে হবে। প্রত্যেক মাসের শেষ তারিখে সারা বৎসর ধরে আলফা, বেটা এবং গামা ব্যবসায় হতে যথাক্রমে ৪,০০০ টাকা, ২,০০০ টাকা এবং ২,০০০ টাকা নগদ উত্তোলন করে। আলফা এবং বেটা যৌথভাবে গামাকে এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, গামা তার বেতন এবং মূলধনের উপর সুদ ছাড়াও লাভের অংশ বাবদ বছরে কমপক্ষে ৩০,০০০টাকা পাবে।

উপরিউক্ত সমন্বয়গুলো সাধন করার পূর্বে ২০১৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য ব্যবসায়ের লাভ হয় ২,০০,০০০ টাকা।

করণীয় ঃ

ক. অংশীদারদের মূলধনের সুদ নির্ণয় করুন।

খ. লাভ লোকসান বণ্টন হিসাব প্রস্তুত করুন।

গ. অংশীদারদের মূলধন হিসাব তৈরি করুন। (মুনাফার অংশ আলফা ৫০,২৮০ টাকা, তারেক ৩৩,৮৮০ টাকা মিলন ৩০,০০০ টাকা)

উত্তর ঃ

ক. আলফা: ১০০০০ টাকা, বেটা: ৭৫০০ টাকা এবং গামা : ১০০০০ টাকা।

খ. মুনাফার অংশ, আলফা ঃ ৫০,৮২০ টাকা
বেটা ঃ ৩৩,৮৮০ টাকা এবং
গামা ঃ ৩০,০০০ টাকা।

গ. মূলধন হিসাবের ব্যালেন্স
আলফা ঃ ২,৪৭,৭২০ টাকা
বেটা ঃ ১,৬৬,৮৩০ টাকা এবং
গামা ঃ ২,৩৯,৪৫০ টাকা।

৭. X,Y ও Z একটি অংশীদারী ব্যবসায়ের তিনজন অংশীদার। ২০১৭ সালে ১লা জানুয়ারি তারিখে তাদের মূলধন ছিল যথাক্রমে ৬,০০,০০০ টাকা ৪,০০,০০০ টাকা এবং ৫,০০,০০০টাকা। তারা ব্যবসায়ের মুনাফা বণ্টন করে $\frac{২}{৫}$, $\frac{২}{৫}$ এবং $\frac{১}{৫}$ অনুপাতে।

চুক্তিপত্র মোতাবেক X প্রতিমাসে ১০,০০০টাকা এবং Z প্রতিমাসে ৮,০০০ টাকা করে বেতন পাবে। মূলধন এবং উত্তোলনের বার্ষিক ১৫% হারে সুদ ধার্য করা হবে। কিন্তু পণ্য উত্তোলনের উপর কোন সুদ ধরা হবে না। সম্ভাব্য মুনাফার প্রত্যাশায় অংশীদারগণ বছরে কারবার হতে যথাক্রমে নগদ ১,৮০,০০০টাকা, ১,২০,০০০ টাকা এবং ১,৬০,০০০টাকা নগদ উত্তোলন করে। এছাড়াও X এবং Y কারবার হতে যথাক্রমে ৪০,০০০ টাকা এবং ২০,০০০ টাকা মূল্যের পণ্য উত্তোলন করে কিন্তু উহা হিসাবভূক্ত হয়নি। ২০১৭ সালের ১লা জুলাই তারিখে X ১,০০,০০০ টাকা কারবারে অতিরিক্ত মূলধন হিসাবে কারবারে আনায়ন করে। ২০১৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে দেখা যায় যে, ভাড়া বাবদ ১২,০০০ টাকা বকেয়া রয়েছে কিন্তু উহা হিসাবভূক্ত হয়নি।

উপরিউক্ত সমন্বয়গুলো সাধন করার পূর্বে ২০১৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কারবারের লাভ হয় ৮,৬৬,০০০ টাকা। X ব্যক্তিগতভাবে Z কে এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, এক বছরে Z লাভের অংশ বাবদ কমপক্ষে ১,২৫,০০০ টাকা পাবে।

করণীয় ঃ

ক. মূলধন হিসাবে যাবে না এমন টাকার পরিমাণ নির্ণয় করুন।

খ. লাভ-লোকসান বণ্টন হিসাব তৈরি করুন।

গ. অংশীদারদের মূলধন হিসাব প্রস্তুত করুন।

উত্তর ঃ

ক. ১২০০০ টাকা

খ. মুনাফার অংশ - X ঃ ১,৭৫,০০০ টাকা
Y ঃ ২,০০,০০০ টাকা ও
Z ঃ ১,২৫,০০০ টাকা।

গ. মূলধন হিসাবের ব্যালেন্স- X ঃ ৮,৫৯,০০০ টাকা
Y ঃ ৫,১১,০০০ টাকা ও
Z ঃ ৬,২৪,০০০ টাকা।

সাধারণ সমন্বয় সংক্রান্ত

৮. ব্লু, ব্লাক এবং গ্রীণ একটি অংশীদারী কারবারের তিনজন অংশীদার। তাঁরা ব্যবসায়ের লাভ লোকসান যথাক্রমে ৫ঃ৩ঃ২ অনুপাতে বণ্টন করে। ২০১৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে অংশীদারগণের উত্তোলন, লাভের অংশ এবং বেতন বাবদ প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করার পর তাদের মূলধন দাড়ায় যথাক্রমে ২,৫৫,০০০ টাকা, ১,৯৩,০০০ টাকা এবং ১,৫৬,০০০ টাকা। পরবর্তী পর্যায়ে দেখা যায় যে, চুক্তিপত্রে বার্ষিক ৫% হারে মূলধনের উপর সুদ ধার্য করার কথা থাকলেও অংশীদারগণের মূলধনের সুদ বাবদ কোন সমন্বয় সাধন করা হয়নি। ব্লাকের মাসিক বেতন বাবদ ১,০০০ টাকা ডেবিট করার পর কিন্তু মূলধনের সুদ সমন্বয় করার পূর্বে ব্যবসায়ের লাভ হয় ১,৫০,০০০ টাকা। অংশীদারদের উত্তোলনের পরিমাণ ছিল ৫০,০০০ টাকা, ৩৪,০০০ টাকা এবং ২৪,০০০ টাকা।

করণীয় ঃ (ক) লাভ-লোকসান সমন্বয় হিসাব এবং
(খ) অংশীদাদের সমন্বিত মূলধন হিসাব।

উত্তর ঃ (ক) সমন্বয় জনিত লোকসানের অংশ

ব্লু ঃ ১৩,৭৫০ টাকা
ব্লাক ঃ ৮,২৫০ টাকা এবং
গ্রীন ঃ ৫,৫০০ টাকা।

(খ) সমন্বিত মূলধন হিসাবের উদ্বৃত্ত

ব্লু ঃ ২,৫২,৭৫০ টাকা
ব্লাক ঃ ১,৯৩,২৫০ টাকা এবং
গ্রীন ঃ ১,৫৮,০০০ টাকা।

৯. তুহিন, আজিজ ও রানা একটি অংশীদারী ব্যবসায়ের তিনজন অংশীদার। তারা ব্যবসায়ের মুনাফা যথাক্রমে $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৩}$ এবং $\frac{১}{৬}$ অনুপাতে বণ্টন করে। ৩১/১২/২০১৭ তারিখে অংশীদারদের উত্তোলন বেতন ও মুনাফা সমন্বয়ের পর তাদের মূলধন ছিল যথাক্রমে ২,৮৫,০০০ টাকা, ২,৩৪,০০০ টাকা ও ১,৮৬,০০০ টাকা। পরে দেখা গেল যে, অংশীদারী চুক্তিপত্রে মূলধনের উপর বার্ষিক ৫% হারে সুদ দেয়ার ব্যবস্থা থাকলেও উহা হিসাব হতে সম্পূর্ণ বাদ পড়ে গেছে। তুহিনের বার্ষিক বেতন ৩৬,০০০ টাকা বাদ দেয়ার পর ২০১৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যবসায়ের মুনাফা হয় ২,৭০,০০০ টাকা। ঐ বছর অংশীদারদের উত্তোলনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮১,০০০ টাকা, ৩৬,০০০ টাকা এবং ২৪,০০০ টাকা। অংশীদারগণ তাদের মূলধন মুনাফা বণ্টনের অনুপাতে এবং ব্যবসায়ের মোট মূলধন ৭,২০,০০০ টাকা রাখে সম্মত হয়।

করণীয় ঃ

ক. প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় করুন।

খ. লাভ-লোকসান সমন্বয় হিসাব প্রস্তুত করুন।

গ. অংশীদারদের পূনঃ সমন্বিত মূলধন হিসাব প্রস্তুত করুন। (সমন্বয়জনিত ক্ষতি তুহিন ১৩,৫০০ টাকা, আজিজ ৯,০০০ টাকা এবং রানা ৪,৫০০ টাকা)

উত্তর ঃ

ক. তুহিন: ১,৯৫,০০০ আজিজ: ১৮০০০ টাকা, রানা: ১৬৫০০০ টাকা।

খ. সমন্বয়জনিত ক্ষতি

তুহিন ঃ ১৩,৫০০ টাকা
আজিজ ঃ ৯,০০০ টাকা
রানা ঃ ৪,৫০০ টাকা।

গ. পূনঃ সমন্বিত মূলধন হিসাব

তুহিন ঃ ৭৮,৭৫০ টাকা নগদ কারবারে আনবে
আজিজ ঃ ৬,০০০ টাকা নগদ কারবারে আনবে
রানা ঃ ৬৯,৭৫০ টাকা কারবার হতে নিয়ে যাবে।

১০. মানিক, রতন ও কাঞ্চন একটি অংশীদারী ব্যবসায়ের তিনজন অংশীদার। তারা ব্যবসায়ের লাভ-লোকসান ৫ঃ৩ঃ২ অনুপাতে বণ্টন করে নেয়। ২০১৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে উত্তোলন, লাভের অংশ এবং বেতন বাবদ প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের পর তাদের মূলধন হয়েছিল যথাক্রমে ৪,৯৬,০০০ টাকা, ৩,৬২,০০০ টাকা এবং ৩,০২,০০০ টাকা। কিন্তু পরে দেখা যায় যে, অংশীদারী চুক্তিপত্রের শর্ত মোতাবেক মূলধন এবং উত্তোলনের উপর বার্ষিক ১০% সুদ ধার্যকরণ বাদ পড়ে গেছে। অংশীদারদের উত্তোলনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১,৮০,০০০ টাকা, ১,০০,০০০ টাকা এবং ১,২০,০০০ টাকা। মানিকের বেতন মাসিক ৮,০০০টাকা এবং কাঞ্চনের বেতন মাসিক ৭,০০০ টাকা ডেবিট করার পর কিন্তু মূলধন এবং উত্তোলনের উপর সুদ সমন্বয় করার পূর্বে ব্যবসায়ের লাভ হয়েছিল ৪,৪০,০০০ টাকা। উত্তোলনের উপর ৬ মাসের সুদ ধার্য করতে হবে। অংশীদারগণ কারবারের মোট মূলধন ১২,০০,০০০ টাকা রাখতে এবং মুনাফা অনুপাতে মূলধন সমন্বয় করতে সম্মত হয়েছিল।

করণীয় ঃ

ক. প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় করুন।
খ. লাভ-লোকসান সমন্বয় হিসাব প্রস্তুত করুন।
গ. অংশীদারদের সমন্বিত মূলধন হিসাব তৈরি করুন।

উত্তর ঃ

ক. মানিক: ৩৬০০০০ টাকা, রতন ৩৩০০০ টাকা এবং ২৫০০০০ টাকা।

খ. সমন্বয়জনিত লোকসানের অংশ

মানিক ঃ ৩৭,০০০ টাকা
রতন ঃ ২২,২০০ টাকা
কাঞ্চন ঃ ১৪,৮০০ টাকা।

গ. মূলধন সমন্বয়ের জন্য

মানিক ঃ ১,১৪,০০০ টাকা (আনবে)
রতন ঃ ৬,৮০০ টাকা (তুলে নিবে)
কাঞ্চন ঃ ৬৬,২০০ টাকা (তুলে নিবে)।

১১. রহিম, করিম এবং রশিদ একটি অংশীদারী কারবারের তিন জন অংশীদার। তারা ব্যবসায়ের মুনাফা যথাক্রমে ৩ঃ২ঃ১ অনুপাতে বণ্টন করে নেয়। ২০১৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে উত্তোলন বেতন ও মুনাফা সমন্বয়ের পর তাদের মূলধন হিসাবের উদ্বৃত্ত ছিল যথাক্রমে ৪,৯৬,০০০ টাকা, ৩,৬২,০০০ টাকা এবং ৩,০২,০০০ টাকা। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল যে, চুক্তিপত্রে মূলধন এবং উত্তোলনের উপর বার্ষিক ১০% হারে সুদ ধার্যকরণ বাদ পড়েছে। অংশীদারদের উত্তোলনের পরিমাণ ছিল ১,৮০,০০০ টাকা, ১,০০,০০০টাকা এবং ১,২০,০০০ টাকা। রহিমের বেতন মাসিক ৮,০০০ টাকা এবং রশিদের বেতন মাসিক ৭,০০০ টাকা ডেবিট করার পর কিন্তু মূলধন এবং উত্তোলনের উপর সুদ সমন্বয় করার পূর্বে ব্যবসায়ের লাভ হয়েছিল - ৪,৪০,০০০ টাকা।
অংশীদারগণ তাদের মূলধন মুনাফা বণ্টন অনুপাতে সমন্বয় করে মোট মূলধন ১২,০০,০০০ টাকা রাখতে সম্মত হয়।

করণীয় ঃ

ক. প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় করুন।

খ. লাভ লোকসান সমন্বয় হিসাব প্রস্তুত করুন।

গ. অংশীদারগণের সমন্বিত মূলধন হিসাব তৈরি করুন।

উত্তর ঃ

ক. রহিম: ৩৬০০০০ টাকা, করিম ৩৩০০০০ টাকা এবং রশিদ ২৫০০০০ টাকা।

খ. সমন্বিত লোকসানের অংশ -

রহিম ঃ ৩৭,০০০ টাকা
করিম ঃ ২২,২০০ টাকা
রশিদ ঃ ১৪,৮০০ টাকা।

গ. অংশীদারদের সমন্বিত মূলধন হিসাবের উদ্বৃত্ত -

রহিম ঃ ৬,০০,০০০ টাকা
করিম ঃ ৩,৬০,০০০ টাকা
রশিদ ঃ ২,৪০,০০০ টাকা।

রহিমের ঘাটতি মূলধন ১,১৪,০০০ টাকা যা সে কারবারে নগদ আনবে
করিম এর অতিরিক্ত মূলধন ৬,৮০০ টাকা যা কারবার হতে তুলে নিবে
রশিদ এর অতিরিক্ত মূলধন ৬৬,২০০ টাকা যা কারবার হতে তুলে নিবে।

উত্তরমালা ৫

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৫.১	ঃ	১.ক	২.খ	৩.গ	৪.ঘ	৫.খ	৬.ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৫.২	ঃ	১.গ	২.ঘ	৩.গ			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৫.৩	ঃ	১.ক	২.ঘ	৩.গ			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৫.৪	ঃ	১.ঘ	২.ক				
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৫.৫	ঃ	১.গ	২.খ				
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৫.৬	ঃ	১.ক	২.খ	৩.গ	৪.ঘ	৫.খ	৬.গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৫.৭	ঃ	১.গ	২.ঘ	৩.খ			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৫.৮	ঃ	১.ঘ	২.খ	৩.ক	৪.খ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৫.৯	ঃ	১.খ	২.গ				